গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা

পৌরসভা

মার্চ ২০২০

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম)
প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা

(পৌরসভা)

প্রকাশক

পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহযোগীতায়

টেকনিক্যাল: আইটিএন-বুয়েট
আর্থিক: জাতিসংঘের শিশু উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ)
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন

প্রকাশকাল

মার্চ ২০২০

প্রস্তুতকরণ

স্থানীয় সরকার বিভাগ নিযুক্ত কার্যকর কমিটি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

কপিরাইট

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি স্বাপেক্ষে এই প্রকাশনাটি আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে যেকোনো মাধ্যমে পুনর্মুদ্রণ করা যাবে

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম)
প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা

পৌরসভা

মার্চ ২০২০

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অধীন পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি) বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সেক্টরের জন্য 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পল্লী অঞ্চল, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও মেগাসিটি ঢাকার জন্য পৃথক পৃথক "জাতীয় কর্মপরিকল্পনা" প্রণয়ন করেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষমাত্রা অর্জনের বিষয়টি সরকারের প্রাধিকার প্রাপ্ত একটি কার্যক্রম। এই লক্ষ্য সামনে রেখে স্থানীয় সরকার বিভাগের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

এই কর্মপরিকল্পনায় 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' বাস্তবায়নের একটি পথ-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এটি একটি সমন্বিত কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত, যা সুসংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিশ্চিত করবে এবং প্রত্যাশিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-6.2) অর্জনে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গত কয়েক দশক ধরে আমরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। এখন প্রয়োজন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে এই জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার আলোকে আরো সুসংহত ও কার্যকর করা। জাতীয় কর্মপরিকল্পনাগুলি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' বাস্তবায়নের এই জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার কার্যকরী ও সময়োচিত বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, এই কর্মপরিকল্পনাটি একটি ব্যাপক ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৃণমূল থেকে নীতিনির্ধারক পর্যায়ের বিভিন্ন অংশীজনের মতামতকে বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি সত্যি উৎসাহব্যাঞ্জক যে, ডকুমেন্টটি প্রণয়নে গৃহীত অংশগ্রহণ মূলক প্রক্রিয়াটি একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে, যা সুশাসনের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সরকারি অভিপ্রায়ের সাথে সঙ্গতি রেখে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নীতিকে এগিয়ে নেবে বলে আমার বিশ্বাস।

কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ পরামর্শকের পাশাপাশি যুগপৎভাবে এ কাজে নিয়োজিত ওয়ার্কিং কমিটি, বিষয়ভিত্তিক সাব-কমিটি, টেকনিক্যাল সাপোর্ট কমিটি, এলসিজি সাব-গ্রুপ সহ বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সেক্টর প্রফেশনালগণ, জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম এবং সর্বপরি স্থানীয় সরকার বিভাগের অবদানের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৬ অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগণ্য ভূমিকা-সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প বাস্তবায়নে আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। আমি আশাবাদী যে, আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, উন্নয়ন সহযোগীগণ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, সুশীল সমাজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে একসঙ্গে কাজ করবেন এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন। দেশে উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই পয়ঃনিষ্কাশন সেবা নিশ্চিত করতে আমরা সক্ষম হব যা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ৬.২ অর্জনে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে আমাদের ব্যাপক অগ্রগতি সর্বজনবিদিত। বিশেষ করে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে আমাদের অর্জন বিশেষভাবে ঈর্ষণীয়। সম্প্রতি আমরা মধ্যম আয়ের দেশের মর্জাদা অর্জনে সক্ষম হয়েছি। যা আমাদের জাতীয় বৃৎপত্তি ও সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী পরিকল্পনা ও সঠিক নেতৃত্বে সম্ভবপর হয়েছে।

পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা ও সংকট অতিক্রমে আমাদের সাফল্য এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যেখানে ১৯৯০ সালে দেশে জনসংখ্যার কমপক্ষে ৩৪% উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগে অভ্যস্ত ছিল, সেখানে বর্তমানে সেই হার শূণ্য শতাংশে নামিয়ে আনা একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও জনগনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে এ অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছে।

দেশে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার শুণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হলেও পরিবেশে পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশনের ফলে আমাদের সকল অর্জন এখন হুমকির মুখে। স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে প্রণীত হয়েছে ‘পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো’। পল্লী অঞ্চল, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং মেগাসিটি ঢাকার জন্য পৃথক আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই আইনি কাঠামোগুলি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। আমি মনে করি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘জাতীয় কর্মপরিকল্পনা’ প্রণয়ন একটি সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-৬ অর্জনে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা আমাদেরকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে ২০৪১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশের পথপরিক্রমায় স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন (safely managed sanitation) অর্জনের ক্ষেত্রে এই কর্মপরিকল্পনা মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সর্বাত্মক সহায়ক হবে।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত ‘জাতীয় কর্মপরিকল্পনা’ প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীবৃন্দকে তাদের সর্বাত্মক সহায়তার জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত ‘জাতীয় কর্মপরিকল্পনা’ অনুযায়ী কার্যকরী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দেশে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন অবস্থার উন্নয়নকল্পে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সম্মুখে উপস্থাপন করলাম। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-৬.২ অর্জনে বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ

অনুক্রমণী

অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' (আইআরএফ-এফএসএম) ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। সেক্টরের চাহিদা অনুযায়ী এই আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা' প্রণয়ন দেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) ৬.২ অর্জনে এই কর্মপরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে আমাদের সাফল্য অনেক। তারপরও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি ফলপ্রসু ও সময়োচিত পদক্ষেপ।

আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জনাব মো. তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কে, যার গতিশীল নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে কাজটি যথাযথভাবে ও যথাসময়ে সম্পন্ন করতে।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করছি জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ, সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতি যার উপদেশ এবং সহায়তায় এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশনা পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

নিরলস প্রচেষ্টায় নিবেদিত থেকে এই কাজটি সুসম্পন্ন করার পেছনে সর্বাধিক ভূমিকা রাখায় এবং এই বিশেষায়িত কাজের জন্য আইটিএন-বুয়েট এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলীসহ আইটিএন এর সকল কর্মকর্তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নে সক্রিয় অবদান, আন্তরিক পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদানের জন্য সেক্টর বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. মোঃ মুজিবুর রহমান এর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদেরকে তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা ও অবদানের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ডিপিএইচই, ওয়াসাসমূহ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ, ইউনিসেফ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ এবং সেক্টর প্রফেশনালসগণকে তাঁদের অবদানের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইহা অপূর্ণ থেকে যাবে যদি আমি পলিসি সাপোর্ট অধিশাখার সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এবং বর্তমান পলিসি সাপোর্ট অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব কাজী আশরাফ উদ্দীন-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করি, যাদের সার্বিক প্রচেষ্টায় এ কাজটির সফল সমাপ্তি হয়েছে।

আমি সর্বাত্মক আশাবাদী যে, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এসডিজি ৬.২ অর্জনে এবং দেশে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গতিশীল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

মোঃ জহিরুল ইসলাম

ITN-BUET
Centre for Water Supply and Waste Management

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

পরিচালক
আইটিএন-বুয়েট

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ৪ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (আইআরএফ-এফএসএম) প্রণয়ন করে। পরবর্তীকালে, এই কাঠামোটি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এর উদ্যোগে ২০১৮ সালের জুন মাসে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার মাধ্যমে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান- ন্যাপ) প্রণয়নের কাজ শুরু হয়।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের (জাতীয় ও স্থানীয়) জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সাথে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের চলমান এবং ভবিষ্যত পদক্ষেপগুলির কার্যকরী বাস্তবায়ন ও দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের জন্য এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়েছে। যেহেতু বিভিন্ন ধরণের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, পল্লীঅঞ্চল এবং মেগাসিটি ঢাকা) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা কাঠামো রয়েছে, সেহেতু এই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য পৃথক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে সারা দেশে এফএসএম সেবা দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাগুলো গৃহীত হয়েছে। সারা দেশে এফএসএম অবকাঠামো এবং বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থার তথ্যের উপর ভিত্তি করে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাগুলো তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এর পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি) এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সদস্য এবং স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় আইআরএফ-এফএসএম প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাগুলো তৈরিতে নেতৃত্ব প্রদান করা আইটিএন-বুয়েট-এর জন্য একটি অত্যন্ত সম্মানের বিষয়।

আইটিএন-বুয়েট এই বিষয়ে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ-এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। এলজিডি'র পানি সরবরাহ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম'কে কার্যনির্বাহী কমিটি'র সভাপতির দায়িত্ব পালনকালে ন্যাপ চূড়ান্তকরণে তার মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এলজিডি'র পিএসবি'র নিবিড় সহযোগিতা ব্যতিত এই প্রচেষ্টা সফল হত না। কার্যনির্বাহী কমিটি'র সহ-সভাপতি জনাব ড. মো. মুজিবর রহমান-এর অবদানের জন্য আইটিএন-বুয়েট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও ব্যাংকসমূহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, বেসরকারি উদ্দোক্তা ও বিশেষজ্ঞসহ যারা এই ফ্রেমওয়ার্ক তৈরিতে তাদের মূল্যবান সময়, দক্ষতা, প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতাসহ বিভিন্ন ভাবে অবদান রেখেছেন, আমরা তাদের প্রতি বাধিত রইলাম।

আমরা আন্তরিক ভাবে আশা করি যে জাতীয় পরিকল্পনাগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি ৬.২-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণে সহায়ক হবে।

ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলী
অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট

বিষয় সূচি

নির্বাহী সারসংক্ষেপ ১

১. ভূমিকা ২

২. পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়ন ৫

২.১ প্রাতিষ্ঠানভিত্তিক দায়িত্বসমূহ ৫

২.২ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থা ৭

২.৩ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন ৭

২.৪ পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা ৭

২.৫ পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পুনর্ব্যবহার ৮

২.৬ দক্ষতাবৃদ্ধি (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং) ৮

২.৬.১ জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ৮

২.৬.২ পৌরসভা পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ৯

২.৭ সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ১০

২.৮ প্রযুক্তিগত সহায়তা ১০

২.৯ তহবিল সংগ্রহ/আর্থিক সহায়তা ১০

৩. জাতীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা ১১

৪. পৌরসভা পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা ১৬

৫. সম্ভাব্য বাজেট ২৮

৫.১ জাতীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য বাজেট ২৮

৫.২ পৌরসভা পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য বাজেট ৩০

সংযোজনী ১ : বিভিন্ন ক্লাস্টার এর অধীনে পৌরসভাসমূহের তালিকা ৩৩

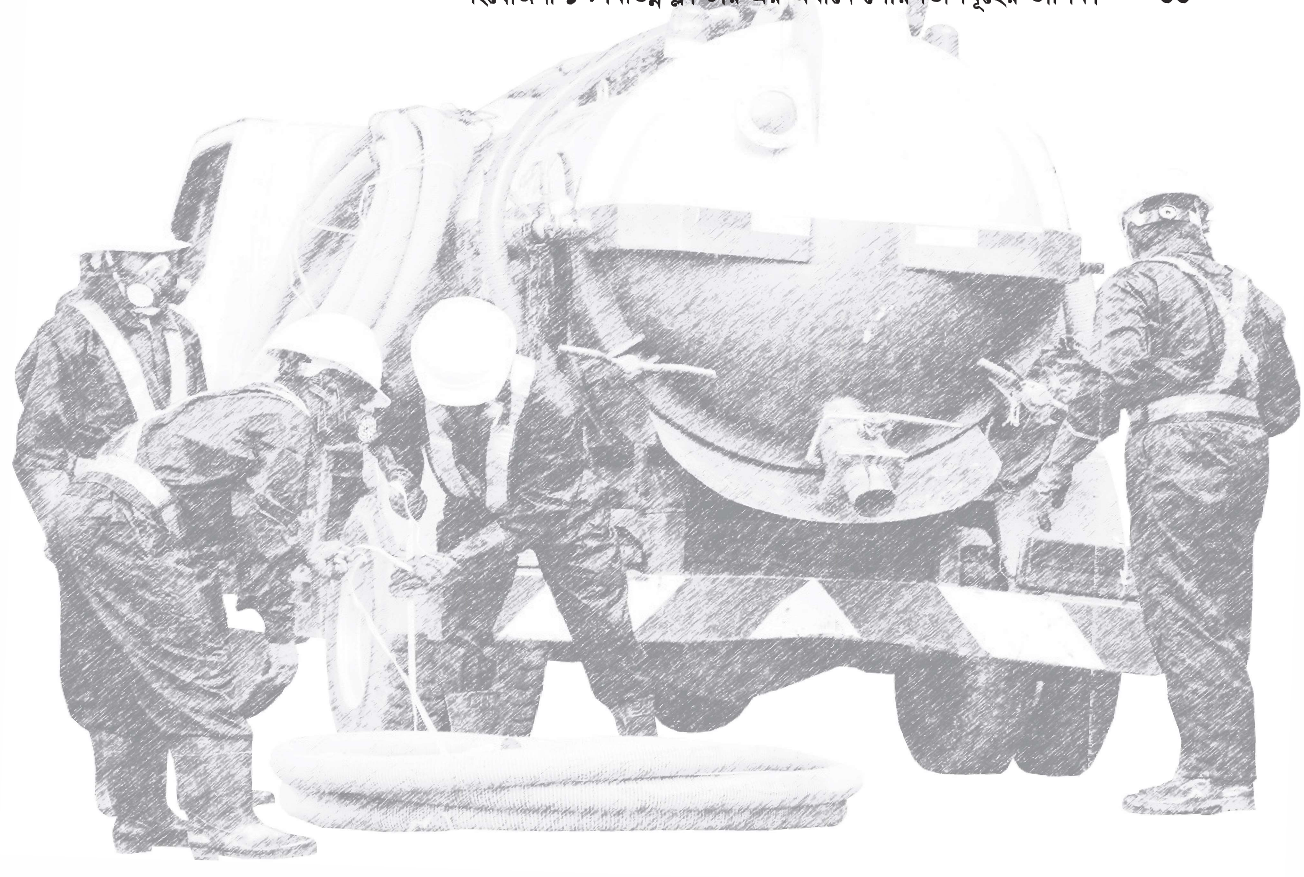

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরামের ১৬তম সভায় বাংলাদেশের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (আইআরএফ-এফএসএম) প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাঠামোটি ৪ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বগুলি তুলে ধরে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, পল্লী অঞ্চল এবং মেগাসিটি ঢাকার জন্য আলাদাভাবে এই কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

এই কাঠামোটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এর উদ্যোগে ২০১৮ সালের জুন মাসে পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি) এর সহায়তায় সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়।

পৌরসভাসমূহের জন্য প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি মূলত ৩২৯টি পৌরসভায় ২০৩০ সালের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোটির দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে জাতীয় এবং পৌরসভা উভয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংক, আন্তর্জাতিক/জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থাসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের বর্তমান দায়িত্বসমূহ বিবেচনা করে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এই কর্মপরিকল্পনাটিতে জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্বসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ এবং পয়ঃবর্জ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে পৌরসভাসমূহকে সহায়তা করা। এই কর্মপরিকল্পনাটিতে পৌরসভা পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার দায়িত্বসমূহ আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে পৌরসভাগুলোকে চারটি ক্লাস্টারে বিভক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ৩২৯টি পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসব ক্লাস্টারের অধীনে কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা প্রতি তিন বছর অন্তর পর্যালোচনা করা হবে। এই কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত জাতীয় এবং পৌরসভা পর্যায়ের কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের ৩২৯টি পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোটি বাস্তবায়নে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমুহের সর্বাত্মক সহযোগীতা আবশ্যক। এই কাঠামোটির বাস্তবায়নে জাতীয় এবং পৌরসভা উভয় পর্যায়ে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। সময়ের সাথে কাজের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে এই আর্থিক চাহিদা নির্ণীত হবে এবং এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সামগ্রিক অগ্রগতি সাপেক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হতে পারে। এই কর্মপরিকল্পনাটিতে জাতীয় পর্যায়ের প্রথম তিন বছর (২০১৯-২০২১) এবং পৌরসভা পর্যায়ে বারো বছর (২০১৯-২০৩০) এর জন্য একটি সম্ভাব্য বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটিসমূহের সহায়তায় এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটির অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করবে এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোটির সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজন স্বাপেক্ষে এই কর্মপরিকল্পনাটি সংশোধন করবে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ের কমিটিসমূহ এই পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোটির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জাতীয় ও পৌরসভা পর্যায়ের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটটি প্রয়োজন মোতাবেক মূল্যায়ন ও সংশোধন করবে।

১ ভূমিকা

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরামের ১৬তম সভায় বাংলাদেশের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (আইআরএফ-এফএসএম) প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এর পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি) সেক্টর স্টেকহোল্ডারদের সহায়তায় এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোটি ৪ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করা ও এসডিজি ৬.২-এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোটি তৈরি করা হয়েছে। এই কাঠামোটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বগুলি তুলে ধরে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, পল্লীঅঞ্চল এবং মেগাসিটি ঢাকার জন্য আলাদাভাবে তৈরি করা হয়েছে।

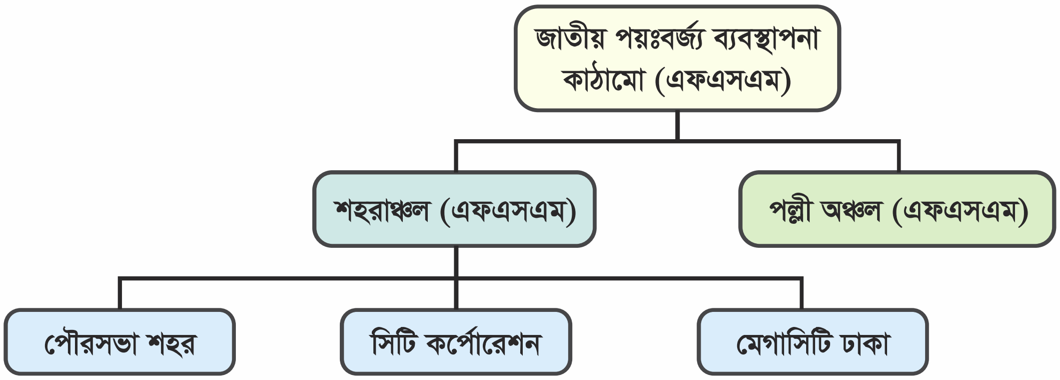

চিত্র ১ - বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক জাতীয় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো

পরবর্তীকালে, এই কাঠামোটি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এর উদ্যোগে ২০১৮ সালের জুন মাসে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার মাধ্যমে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান- ন্যাপ) প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোটির দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্মপরিকল্পনাটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করবে। সেই সাথে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের চলমান এবং ভবিষ্যত পদক্ষেপগুলির কার্যকরী বাস্তবায়ন ও দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের জন্য এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করবে। যেহেতু বিভিন্ন ধরণের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, পল্লীঅঞ্চল এবং মেগাসিটি ঢাকা) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা কাঠামো রয়েছে, সেহেতু এই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য পৃথক জাতীয় কর্মপরিকল্পনার প্রয়োজন। এখানে পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান) উপস্থাপন করা হয়েছে।

পৌরসভা পর্যায়ের এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি মূলত ৩২৯টি পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে, যেখানে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ সার্ভিস (পরিসেবা) চেইন বিবেচ্য এবং যেটি ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার শুরুতে পৌরসভাগুলিতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন এবং অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সহায়তায় আইটিএন-বুয়েটের নেতৃত্বে একটি জাতীয় জরিপ পরিচালনা করা হয়। এই জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পৌরসভাগুলোকে নিম্নলিখিত চারটি ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়েছেঃ

(ক) **ক্লাস্টার এঃ** পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চলমান রয়েছে এমন পৌরসভাসমূহ (১০টি পৌরসভা)

(খ) **ক্লাস্টার বিঃ** সরকারি বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংকের সহায়তায় স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত পৌরসভাসমূহ (১১৫টি পৌরসভা)

(গ) **ক্লাস্টার সিঃ** ভবিষ্যতে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (এফএসটিপি) নির্মাণের জন্য নিজস্ব জমি আছে এমন পৌরসভাসমূহ (২৬টি পৌরসভা)

(ঘ) **ক্লাস্টার ডিঃ** অবশিষ্ট পৌরসভাসমূহ যেগুলিতে ভবিষ্যতে এফএসটিপি নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়/অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে (১৮৪টি পৌরসভা)

সংযোজনী ১-এ বিভিন্ন ক্লাস্টার এর অধীনে পৌরসভাসমূহের তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে জাতীয় এবং পৌরসভা উভয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংক, আন্তর্জাতিক/জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থাসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের চলমান দায়িত্বসমূহকে বিবেচনা করে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে ২০৩০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ৩২৯টি পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্লাস্টারের জন্য কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা প্রতি তিন বছর অন্তর পর্যালোচনা করা হবে। এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজন স্বাপেক্ষে এই কর্মপরিকল্পনাটি পর্যালোচনা এবং সংশোধন করা যেতে পারে। এটি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ক্লাস্টারের যেসব প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তা টেবিল ১-এ বর্ণনা করা হলো।

টেবিল ১- ক্লাস্টার ভিত্তিক পৌরসভার লক্ষ্যমাত্রা সমূহ[১]

ক্লাস্টার	পৌরসভার ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা/ মাইলস্টোন			
		(২০১৯-২০২১)	(২০২২-২০২৪)	(২০২৫-২০২৭)	(২০২৮-২০৩০)
এ	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চলমান রয়েছে এমন পৌরসভাসমূহ (১০টি পৌরসভা)	- শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা - পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি - অপসারণকালীন পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম নিশ্চিত করে পয়ঃবর্জ্য অপসারনে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার	- শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা অর্জন	- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চলমান ও ধারাবাহিকভাবে হালনাগাদকরন	- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চলমান ও ধারাবাহিকভাবে হালনাগাদকরন
বি	সরকারি বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংকের সহায়তায় স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত পৌরসভাসমূহ (১১৫টি পৌরসভা)	- পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি - সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা - শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা - অপসারণকালীন পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম নিশ্চিত করে পয়ঃবর্জ্য অপসারনে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার - পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের জন্য জমি ক্রয়/ অধিগ্রহণ করা	- শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়ন	- শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা অর্জন এবং নিরাপদ শোধন নিশ্চিতকরণ	- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চলমান এবং ধারাবাহিক হালনাগাদকরণ
সি	ভবিষ্যতে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (এফএসটিপি) নির্মাণের জন্য নিজস্ব জমি আছে এমন পৌরসভাসমূহ (২৬টি পৌরসভা)	- পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি - সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা - শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা - অপসারণকালীন পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম নিশ্চিত করে পয়ঃবর্জ্য অপসারনে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার চালু করা - পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত/সঠিক পদ্ধতিতে গর্ত/পরিখা খননের মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ করা - পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের জন্য জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ বা জমির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	- পয়বর্জ্য অপসারণে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার, অপসারণকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম অনুসরণ এবং সঠিক পদ্ধতিতে বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিতকরণ - পর্যাপ্ত পরিমাণে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ও নিরাপদ পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ নিশ্চিতকরণ - ধারাবাহিকভাবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়ন	- শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়ন	- শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা অর্জন এবং নিরাপদ পরিশোধন নিশ্চিতকরণ
ডি	অবশিষ্ট পৌরসভাসমূহ যেগুলিতে ভবিষ্যতে এফএসটিপি নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়/ অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে (১৮৪ টি পৌরসভা)	- পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি - সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা - শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা - পয়ঃবর্জ্য অপসারণে যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার চালু করা, অপসারণকালীন পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম অনুসরণ নিশ্চিত করা এবং গর্ত খনন করে নিরাপদে পয়ঃবর্জ্য মাটি চাপা দেওয়া - পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের জন্য জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ করা	- পয়বর্জ্য অপসারণে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার, অপসারণকালে পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম অনুসরণ এবং সঠিক পদ্ধতিতে বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিতকরন - পর্যাপ্ত পরিমাণে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ও নিরাপদ পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ নিশ্চিতকরণ - পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের জন্য জমির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরন - ধারাবাহিকভাবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়ন	- শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়ন	- শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা অর্জন এবং নিরাপদ পরিশোধন নিশ্চিতকরণ

১ ক্লাস্টার এ এবং ক্লাস্টার বি-এর মধ্যে ছয়টি পৌরসভা কমন রয়েছে। যেগুলো হলো : শেরপুর, নীলফামারী, লক্ষীপুর, যশোর, কুষ্টিয়া এবং ফরিদপুর।

২ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়ন

পৌরসভা পর্যায়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (ন্যাপ) গঠনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের সকল পৌরসভায় বিভিন্ন ধাপে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোর বাস্তবায়ন সহজতর করা।

এই কর্মপরিকল্পনাটির আওতায় শুধুমাত্র অন-সাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থার আওতাধীন অঞ্চলসমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে। পৌরসভা বা এর কোন অঞ্চলে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টসহ স্যুয়ারেজ সিস্টেম চালু করা হলে ঐসব এলাকার জন্য এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি প্রযোজ্য হবে না। তবে, পৌরসভায় বা এর কোন অংশে যদি "স্মল বোর স্যুয়ারেজ (এসবিএস)" সিস্টেম চালু হয়, তাহলে উক্ত সিস্টেমের আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ এই কর্মপরিকল্পনার আওতাধীনই থাকবে।

এই অধ্যায়ে পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোর জন্য গঠিত কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও পৌরসভা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

২.১ প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক দায়িত্বসমূহ

পৌরসভা এলাকায় সঠিকভাবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পৌরসভাসমূহের। শহরব্যাপী সকলের অংশগ্রহণ ভিত্তিক (ইনক্লুসিভ) স্যানিটেশন বা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভা তার "মাস্টার প্লান" (পৌরসভা আইন ২০০৯ এর তফসীল-২ মোতাবেক যা প্রস্তুত করা হয়েছে বা হচ্ছে) অথবা "সিটি স্যানিটেশন প্ল্যান" অথবা "প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" তে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (যেমনঃ পরিশোধনাগার) অন্তর্ভুক্ত করবে।

পৌরসভাসমূহ অবশ্যই "স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন" সম্পর্কিত একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করবে (যদি ইতিমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়ে না থাকে), যা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কাজ তদারকি করবে। এছাড়াও, পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি/ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার কমিটি পৌরসভা এলাকার পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার জন্য পৌরসভা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষে একটি "পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা মনিটরিং সেল" গঠন করবে।

জাতীয় পর্যায়ে, স্থানীয় সরকার বিভাগ তার সংশ্লিষ্ট সংস্থামূহের মাধ্যমে [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলজি)] সকল পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও, ২০৩০ সাল নাগাদ সকল পৌরসভায় শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম (এনএফডব্লিউএসএস) এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ, সংশ্লিষ্ট সংস্থামূহের (ডিপিএইচই এবং এলজিইডি) মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সাহায্য এবং আইন, নীতিমালা, কৌশল ও নির্দেশিকাসমূহের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে পৌরসভাগুলিকে যথাযথ সহায়তা প্রদান করবে।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি **এফএসএম কো-অর্ডিনেশন (সমন্বয়) কমিটি** গঠন করা হবে। এই কমিটি পৌরসভাসমূহের জন্য প্রনীত কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন, সামগ্রিক পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পৌরসভাসমূহকে সাহায্য করা, দক্ষতা বৃদ্ধি, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণে সহযোগিতা করবে। এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম এবং এফএসএম সাপোর্ট সেলকে সহায়তা করার পাশাপাশি নিয়মিত পারস্পরিক সমন্বয় সাধন করবে। এই কমিটি স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এর নিকট নিয়মিতভাবে অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ করবে এবং জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরামকে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত অবগত করবে। এসব কাজে সকল স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত ও নিশ্চিত করা হবে।

এফএসএম সাপোর্ট সেল জাতীয় পর্যায়ে এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং পৌরসভা পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষনের কাজে পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা, এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সহায়তা দেয়া এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহকে (যেমনঃ পৌরসভা, ডিপিএইচই, এলজিইডি এবং স্থানীয়/আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা) প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা এফএসএম সাপোর্ট সেলের কাজের আওতাধীন থাকবে।

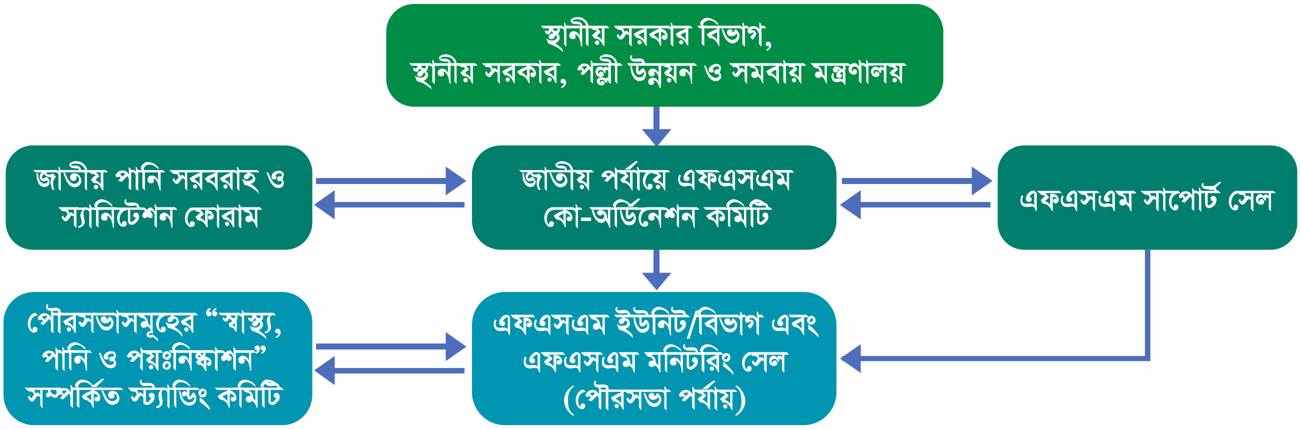

চিত্র ২ - এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্ম-সম্পর্ক

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়গুলির সহায়তায় ৩২৯টি পৌরসভায় শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান করবে:

১. স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়: নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়
২. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪. কৃষি মন্ত্রণালয়
৫. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৬. অর্থ মন্ত্রণালয়
৭. গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৮. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৯. শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১০. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
১১. তথ্য মন্ত্রণালয়
১২. শিল্প মন্ত্রণালয়
১৩. নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১৪. রেলপথ মন্ত্রণালয়
১৫. সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
১৬. বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৭. ভূমি মন্ত্রণালয়
১৮. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৯. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২০. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২১. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২২. ধর্ম মন্ত্রণালয়

জাতীয় পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চেইনের বিভিন্ন স্তরে জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ, কারিগরি সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদিত পণ্যের (যেমন: কম্পোস্ট) গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ সহায়তা প্রদান করবেঃ

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ
- আইটিএন-বুয়েট, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ
- ডিওই, ডিএই, বারি, বিআরআরআই, বিএআরসি, এসআরডিআই, আইইডিসিআর, আইসিডিডিআরবি, স্রেডা
- আন্তর্জাতিক গবেষণা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ
- আন্তর্জাতিক/ জাতীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ
- প্রাইভেট সেক্টর
- আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় নেটওয়ার্কসমূহ

পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রচারণা কার্যক্রম, প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবসায়িক মডেলের প্রসার, কর্মদক্ষতা নিরীক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদান এবং আর্থিক সহায়তা নিশ্চিতকরণে নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেঃ

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ
- আন্তর্জাতিক/ দেশীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ
- সুশীল সমাজ সংগঠন (CSO), কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
- গণমাধ্যম (মুদ্রণ, ইলেক্ট্রনিক) এবং সামাজিক গণমাধ্যম
- প্রাইভেট সেক্টর
- জাতীয় পর্যায়ের নলেজ ও এ্যাডভোকেসি প্লাটফর্ম

২.২ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থা

স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (যেমনঃ সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) জন্য প্রণীত জাতীয় মান/নির্দেশিকা অনুসারে পৌরসভাসমূহ নতুন অথবা পুরাতন ভবনে সকল স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির অবস্থান, বিন্যাস এবং নকশা যাচাই ও অনুমোদন করবে এবং অনিরাপদ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করবে। পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত যেসকল ভবনে স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই বা অপর্যাপ্ত রয়েছে, সেসব ভবন মালিককে স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদি পুনরায় নির্মাণ করার জন্য অথবা সেগুলোকে অযাচিত স্থান থেকে সরানোর জন্য পৌরসভা নোটিশ প্রদান করবে। এছাড়াও, পৌরসভাসমূহ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (যেমনঃ সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) সঠিক নকশা তৈরি এবং নির্মাণের জন্য মিস্ত্রী, ঠিকাদার এবং অন্যান্যদের দক্ষতা উন্নয়নে পদক্ষেপ নেবে। পৌরসভাসমূহ এই কাজে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে পারবে।

২.৩ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন

পৌরসভাসমূহ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা এবং/অথবা তাদের নিজস্ব রাজস্ব বাজেট বা অন্য কোন তহবিলের সহায়তায় পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন সেবা প্রদানের জন্য পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন যন্ত্র ক্রয় করবে এবং শহরব্যাপী যান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন নিশ্চিত করবে। পৌরসভাসমূহ উন্নত পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রচলিত উপায়ে সেপটিক ট্যাঙ্ক/পিট পরিষ্কারকারী বা পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের অথবা একক/দলগত ভাবে এই সেবাদানে আগ্রহীদের (যেমনঃ এসএমই) একটি কর্মীদল গঠন করে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করবে। পৌরসভাসমূহ তার আওতাধীন এলাকায় অনিরাপদভাবে/অননুমোদিত স্থানে (উন্মুক্ত স্থান, জলাশয়, বৃষ্টির পানি প্রবাহের ড্রেন বা নর্দমা) পয়ঃবর্জ্য অপসারণের জন্য শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করবে। সেই সাথে পৌরসভাসমূহ নির্দিষ্ট ফি-এর বিনিময়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহকারী ব্যক্তি/সংস্থা/সমিতিকে লাইসেন্স প্রদানের একটি প্রক্রিয়া শুরু করবে।

চলন্ত যানবাহন (যেমনঃ ট্রেন, লঞ্চ) হতে পয়ঃবর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নিঃসরন রোধে পৌরসভাসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও তার সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগীতায় যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ করবে। স্বল্প আয়ের মানুষ বসবাস করে এমন বস্তি এবং দূর্গম এলাকার (যেমনঃ নদীর বাঁধ এলাকা, ঢালু/পাহাড়ি এলাকা, সরু রাস্তা/লেন) পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য পৌরসভাসমূহ উপযুক্ত এবং স্থানীয়ভাবে ব্যবহার উপযোগী পয়বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও অপসারণ ব্যবস্থা চালু করবে। কোন পৌরসভা চাইলে তার আশপাশের পৌরসভা বা ইউনিয়নেও পারস্পরিক চুক্তি মোতাবেক ধার্য্য সেবা ফি এর বিনিময়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন সেবা প্রদান করতে পারবে। জাতীয় পর্যায়ের কো-অর্ডিনেশন কমিটি এর অনুমোদন স্বাপেক্ষে এফএসএম সাপোর্ট সেল এধরণের ব্যবস্থায় সহযোগিতা করতে পারবে।

অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহ থেকে যথাযথভাবে এবং নিয়মিত পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারনের লক্ষ্যে পৌরসভাসমূহ ক্রমান্বয়ে নিজস্ব এলাকায় অবস্থিত স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির এবং সম্ভাব্য কতদিন পরপর সেগুলো খালি করতে হবে তার একটি তথ্যভাণ্ডার (ডাটাবেইজ) তৈরি করবে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট পৌরসভাভিত্তিক কমিটিসমূহ নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ ব্যবস্থার আওতায় সেবা গ্রহণকারী বসতবাড়ী/প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যভাণ্ডার তৈরি করবে।

২.৪ পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা

যে সকল পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (এফএসটিপি) নির্মাণের জন্য জমি পাওয়া যাবে, সেসব পৌরসভা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহায়তায় এফএসটিপি নির্মাণ করবে। পৌরসভাসমূহ পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা নির্মাণ বা চলমান রাখার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধিমালা ও প্রবিধানগুলির অনুসরণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা যেমন, পরিবেশ অধিদপ্তর বা যেকোন দক্ষ/স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

যে সকল পৌরসভায় বর্তমানে এফএসটিপি নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জমি নেই, সেসব পৌরসভা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহায়তায় জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ করে সেখানে এফএসটিপি নির্মাণ করবে। যেসব এলাকায় পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের স্থান হতে এফএসটিপি এর দূরত্ব অনেক বেশি, সেসব এলাকার জন্য পৌরসভাগুলো মধ্যবর্তী স্থানে ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণের উদ্যোগ নিতে পারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং শহরের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন/সম্প্রসারণ বিবেচনায় রেখে পৌরসভাসমূহ পরবর্তীতে ধাপে ধাপে সম্প্রসারণ যোগ্য করে তাদের এফএসটিপি এর নকশা প্রনয়ন ও তা নির্মাণ করবে। বর্তমানে যেসকল পৌরসভার এফএসটিপি নেই, তারা একটি নির্দিষ্ট ফি প্রদান করে নিকটতম পৌরসভার পরিশোধন সেবা ব্যবহার করতে পারবে। সেক্ষেত্রে দুই পৌরসভা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এই সেবা মূল্য ধার্য করবে। এছাড়া কোন পৌরসভা অনুরোধ স্বাপেক্ষে নিকটবর্তী কোন ইউনিয়ন পরিষদে এই সেবা চালু করতে পারবে। যতদিন পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা ও অবকাঠামো নির্মিত না হয়,

ততদিন পর্যন্ত সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য (অন-সাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে) পৌরসভাসমূহ কর্তৃক অনুমোদিত কোনো জমিতে গর্ত/পরিখা খনন করে ফেলতে হবে এবং গর্ত/পরিখা পয়ঃবর্জ্য দ্বারা ভরে গেলে তা মাটি দিয়ে যথাযথভাবে ঢেকে দিতে হবে।

পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় সরকার বিভাগ পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সম্পর্কে স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহকে অবহিত করবে এবং স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে। পৌরসভাসমূহ প্রয়োজনে এফএসটিপি নির্মাণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ব্যবস্থা চালু করতে পারবে।

২.৫ পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পুনর্ব্যবহার

যেসব পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেখানে পৌরসভাসমূহ পয়ঃবর্জ্যের নিরাপদ অপসারণ ও পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের পুনঃব্যবহার (যেমন: জৈবসার, বায়োগ্যাস, বায়োচার) নিশ্চিত করবে। এ ব্যাপারে পৌরসভাসমূহ কৃষি কাজ, ল্যান্ডস্কেপিং এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে। পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসার (যদি তৈরি হয়) ব্যবহার বা বাজারজাত করার উদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করার জন্য পৌরসভাসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে অধীনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), মৃত্তিকা গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) সহযোগিতা গ্রহণ করবে। এর পাশাপাশি পৌরসভাসমূহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান (যেমনঃ স্রেডা) ও মন্ত্রণালয় (যেমনঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)-এর সাথে কাজ করবে এবং পরিশোধিত বর্জ্যের অন্যান্য বহুবিধ নিরাপদ ব্যবহার অন্বেষণ করবে। পৌরসভাসমূহ পাবলিক-প্রাইভেট ব্যবসা মডেলের আওতায় প্রাইভেট অপারেটরদের লাইসেন্স নিশ্চিত করার কাজেও সহায়তা প্রদান করবে।

২.৬ দক্ষতা বৃদ্ধি (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং)

২.৬.১ জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

জাতীয় পর্যায়ে এই সেক্টরের পেশাজীবিদের দক্ষতা উন্নয়নের নিমিত্তে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হবে:

১। এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে মাঠ পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় মান/নির্দেশিকা তৈরি করা হবে। এই নির্দেশিকাটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ সেবা চেইনের জন্য তৈরি হবে যা বিভিন্ন নীতিমালা, আইন (যেমনঃ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭) এবং কোড (যেমনঃ বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড) এর আলোকে গঠিত হবে। নতুন এবং বিদ্যমান/নির্মিত ভবনগুলিতে স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির যথাযথ নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ, সেপটিক ট্যাঙ্ক/পিট খালিকরণ, পয়ঃবর্জ্য পরিবহন এবং স্যুয়েজ/বর্জ্যপানি/আবর্জনা অপসারণ, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের মান নির্ধারণ/নিয়ন্ত্রণ এবং পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, কম্পোস্ট/জৈবসারের ব্যবহার/বিক্রয় কাজের জন্য লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে প্রোটোকল নির্ধারণে এই নির্দেশিকাটি ব্যবহার করা যাবে।

২। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চেইনের সকল দিক বিবেচনা করে এবং জাতীয় মান/নির্দেশিকাটির উপর ভিত্তি করে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে একটি প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হবে। এই প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রস্তুতকালে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাতীয়/আন্তর্জাতিক গবেষণা/প্রশিক্ষণ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি খাত নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের পাশাপাশি পরস্পরকে সকল ধরণের সহযোগিতা করবে।

৩। নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের বিশেষজ্ঞ/প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য পৌরসভাসমূহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে এবং জাতীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানে বিশেষজ্ঞ যে কোন প্রতিষ্ঠান (যেমনঃ আইটিএন-বুয়েট, কারিগরি ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট/কেন্দ্র) এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করবে।

৪। পৌরসভাসমূহে কার্যকরভাবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান ও পর্যবেক্ষনের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পৌরসভার জনবল কাঠামোতে (অর্গানোগ্রাম) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ইউনিট/বিভাগ স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫। স্থানীয় সরকার বিভাগ বিদ্যমান বিধিমালা ও প্রবিধানগুলির সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন অবকাঠামো স্থাপন ও পরিচালনার কাজে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পৌরসভাসমূহের সাথে পরিবেশ অধিদপ্তর বা দক্ষ জাতীয়/আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপনে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

৬। স্থানীয় সরকার বিভাগ কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর (ডিএই), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), মৃত্তিকা গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই), পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই), স্রেডা বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে পৌরসভাসমূহের সম্পর্ক স্থাপন/বৃদ্ধির মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা হতে উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসার অথবা অন্যান্য পণ্যের পরীক্ষা, মান নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করতে পৌরসভাসমূহকে সাহায্য করবে।

৭। স্থানীয় সরকার বিভাগ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করা ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সংশ্লিষ্ট গবেষণা সংস্থাসমূহকে (যেমনঃ আইটিএন-বুয়েট, কারিগরি ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ) প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৮। গবেষণা সংস্থাসমূহের সহায়তায় নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে “পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় আচরণ পরিবর্তন ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি সম্পর্কিত গবেষণা” পরিচালনা করা হবে। এই জাতীয় গবেষণা আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে আচরণগত পরিবর্তন বিষয়ে ভাল দৃষ্টান্তসমূহ (যদি থাকে) পর্যালোচনা করা এবং উপযুক্ততা স্বাপেক্ষে তা স্কেল-আপ করা যেতে পারে।

৯। গবেষণা সংস্থাসমূহের সহায়তায় নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে “পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফলে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর বাজারজাতকরন কৌশল নির্ধারন সম্পর্কিত গবেষণা” পরিচালনা করা হবে। এই জাতীয় গবেষণা আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

১০। পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য একটি দরিদ্র বান্ধব শুল্ক (ট্যারিফ) কাঠামো নির্ধারনের লক্ষ্যে “পৌরসভাসমূহে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য সেবাপ্রদান মডেল ও শুল্ক (ট্যারিফ) নির্ধারণ কল্পে গবেষণা” পরিচালনা করা হবে। এই জাতীয় গবেষণা আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

১১। “পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ববস্থাপনা সেবা প্রদানের ব্যবসায়িক মডেল তৈরি” শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করা হবে। এই জাতীয় গবেষণা আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

১২। “পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি সম্পর্কিত গবেষণা” পরিচালনা করা হবে। এই জাতীয় গবেষণা আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

১৩। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবহারিক প্রয়োগ (অনুশীলন), এর কার্যকারিতা এবং বাস্তবায়ন, নকশা প্রনয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়গুলোর উপর শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযথ পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, অনুমোদন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দ্যোগ নেওয়া হবে। এই ব্যাপারে কারিগরী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানসমুহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

১৪। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এই সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উপর গবেষণার জন্য স্নাতকোত্তর (পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট) পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়/একাডেমিক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহে ফেলোশিপ/বৃত্তি প্রদান করা হবে।

১৫। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিপ্রনয়ণ সংলাপ (পলিসি ডায়লগ) এবং বিনিয়োগ কার্যক্রমের পাশাপাশি পয়ঃবর্জ্য সেবা চেইন ও ভ্যালু চেইনের পরিকল্পনা তৈরি, নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী এবং সুবিধাবঞ্চিতদের অংশগ্রহণ করার নিমিত্তে জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ (gender transformative) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২.৬.২ পৌরসভা পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

পৌরসভা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এর কর্মকর্তা, পরিচ্ছন্নতাকর্মী (যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহারকারী), ট্রিটমেন্ট প্লান্ট অপারেটর ও পরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য হতে উৎপাদিত পণ্য প্রস্তুতকারীদের জন্য পৌরসভা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করবে। এর পাশাপাশি পৌরসভাসমূহ পয়ঃবর্জ্য অপসারনের জন্য যথাযথ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা, উপবিধি অনুসরণ/প্রয়োগ করবে। যেসব পৌরসভায় এফএসটিপি নির্মাণের জন্য জমি নাই, তারা জমি ক্রয়/অধিগ্রহণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করবে। এ উদ্দেশ্যে পৌরসভাসমূহ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং/অথবা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিতে পারবে বা রাজস্ব বাজেট হতেও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে পারবে। জাতীয় পর্যায়ের গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে পয়ঃবর্জ্য খালিকরন ও পরিবহন সেবা গ্রহণকারীদের জন্য পৌরসভা একটি শুল্ক কাঠামো নির্ধারণ করবে। এছাড়াও, জাতীয় স্তরের গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশ অনুসারে পৌরসভাসমূহ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সকলের অংশগ্রহণভিত্তিক (ইনক্লুসিভ) ব্যবসায়িক মডেল প্রস্তুত করবে।

২.৭ সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা এবং বেসরকারি খাতসহ এই ব্যবস্থাপনার মূল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করতে স্থানীয়/জাতীয়/আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও), মিডিয়া (মুদ্রণ, ইলেকট্রনিক ও সামাজিক), সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিএসও)সমূহ সরকারি মন্ত্রণালয় ও সংস্থা (ডিপিএইচই, এলজিইডি, এনআইএলজি), গবেষণা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণকে অধিক আগ্রহী করতে জাতীয় পর্যায়ে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ (WASH) সম্পর্কিত সমস্ত জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান সমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা।
- শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিচ্ছন্নতাসহ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শিক্ষাদান ও সচেতনতা তৈরি করা।
- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন অডিও-ভিজ্যুয়াল তৈরি এবং প্রচার করা। তথ্য মন্ত্রণালয় এবং মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব প্রদান করবে। এই উদ্দেশ্যে সামাজিক গণমাধ্যম প্লাটফর্মও ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়নকারী, পেশাজীবি, সেবা প্রদানকারি ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য বাংলাদেশে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অনুকরণীয় ও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রচার করা। এর পাশাপাশি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সচেতনতা বৃদ্ধির (বিসিসি/আইইসি) উপকরণসমূহ তৈরি ও বিতরণ করা।
- পৌরসভাসমূহ ভোক্তাদের আচরণগত পরিবর্তন এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা ও এর ফলে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করবে।

২.৮ প্রযুক্তিগত সহায়তা

যেসব পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা চলমান রয়েছে, সেখানে পৌরসভাসমূহ এ ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তিগত বিষয়ে সহযোগীতার জন্য জাতীয়/স্থানীয় পর্যায়ের স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞদের সাথে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানকারীদের সম্পর্ক স্থাপন করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ তার সহযোগী সংস্থাসমূহ যেমন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সাহায্যকারী সংস্থার (আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা) মাধ্যমে প্রয়োজন স্বাপেক্ষে এধরনের সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করবে।

পৌরসভা পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি মান/নির্দেশিকা তৈরি করা হবে এবং এর পাশাপাশি প্রযুক্তি ও ব্যবসায়িক মডেল সম্পর্কিত গবেষণা কাজ পরিচালনা করা হবে। পৌরসভাসমূহ এ সকল গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে নিজস্ব মান/নির্দেশিকা তৈরি করবে।

২.৯ তহবিল সংগ্রহ/আর্থিক সহায়তা

এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি জাতীয় পর্যায়ে এফএসএম সাপোর্ট সেল, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করবে, যেখানে পৌরসভাসমূহ প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও সহযোগিতা প্রদান করবে। এছাড়াও, পৌরসভাসমূহ তাদের বার্ষিক রাজস্ব খাত থেকে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করবে।

৩ জাতীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনাটিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ এবং সেবা প্রদান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্বসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনাটিতে মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মসূচি সুবিধাজনক ভাবে পরিচালনা করার জন্য পৌরসভাসমূহকে সহায়তা করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। টেবিল ২ এ পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ২: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল											
			২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
১	জাতীয় পর্যায়ে এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: ডিপিএইচই, এলজিইডি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্টেকহোল্ডার												
২	জাতীয় কর্ম পরিকল্পনাটির যথার্থ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালনে সমন্বিত করবে। ক) এফএসএম বাস্তবায়নে পৌরসভাকে সহযোগিতা প্রদান খ) সক্ষমতা/দক্ষতা বৃদ্ধি গ) সচেতনতা বৃদ্ধি বিভিন্ন দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য এই কমিটির আলাদা আলাদা শাখা থাকতে পারে।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্টেকহোল্ডার												
৩	এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: ডিপিএইচই, এলজিইডি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্টেকহোল্ডার												
৪	এফএসএম সাপোর্ট সেলের কার্যক্রম চলমান রাখা এবং নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সভায় পৌরসভার পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন, অনুশীলন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: ডিপিএইচই সহযোগী সংস্থাসমূহ: এলজিডি, এলজিইডি এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার												

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল											
			২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
৫	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তহবিল ও সম্পদের ব্যবহার পরিকল্পনার (রিসোর্স মবিলাইজেশন প্ল্যানিং) ভিত্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্য বিনিময় এবং এর প্রচারের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য নির্দেশিকা তৈরি করবে ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভাসমূহ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: ডিপিএইচই, এলজিইডি, এনআইএলজি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান												
৬	এফএসএম বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় মান/নির্দেশিকা তৈরি করা। এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে মাঠ পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় অন্যান্য সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে এই জাতীয় মান/নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: ডিপিএইচই, পরিবেশ অধিদপ্তর, আইটিএন-বুয়েট, এফএসএম নেটওয়ার্ক												
৭	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি সহায়ক উপকরণ তৈরি ও প্রচার করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: আইটিএন-বুয়েট সহযোগী সংস্থাসমূহ: এলজিডি, ডিপিএইচই, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার												
৮	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা (ডিপিএইচই, এলজিইডি, পৌরসভাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং কর্মকর্তা, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান)।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: শ্রম বিভাগ, আইটিএন-বুয়েট, ডিপিএইচই, এনআইএলজি, মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ম্যাব) এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার												
৯	পৌরসভার জনবল কাঠামোতে (অর্গানোগ্রাম) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট/বিভাগ স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান												

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল											
			২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
১০	এফএসএম ইউনিট/বিভাগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সহযোগী সংস্থাসমূহ: ডিপিএইচই/এলজিডি												
১১	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনা সম্পর্কিত বিদ্যমান বিধিমালা ও প্রবিধানগুলি মেনে চলার বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে পৌরসভার সম্পর্ক জোরদার করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: পরিবেশ অধিদপ্তর												
১২	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করার জন্য বিএআরসি, এসআরডিআই, ডিএই, স্রেডা- এর সাথে সম্পর্ক জোরদার করা। স্থানীয় সরকার বিভাগ পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসার এবং অন্যান্য পণ্যসমূহ (যেমন, বায়োগ্যাস, বায়োচার) ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করার জন্য পৌরসভাসমূহকে সহায়তা করবে।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি,স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: বিএআরসি, এসআরডিআই, ডিএই, এসআরইডিএ (স্রেডা) এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান												
১৩	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর প্রয়োজনীয় গবেষণার বিষয়বস্তু চিহ্নিত করা ও এর বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।	ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি, আইটিএন-বুয়েট, এফএসএম সাপোর্ট সেল/ শিক্ষা এবং গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান												
১৪	পিট খালিকরণ বা পয়ঃবর্জ্য হতে পানি অবমুক্ত করার যানবাহন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সরঞ্জামাদি আমদানি করার ক্ষেত্রে সব ধরণের শুল্ক ও কর মওকুফের ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ) সাথে সম্পর্ক জোরদার করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: এনবিআর, বিআরটিএ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান												
১৫	গবেষণা সংস্থাসমূহের সহায়তায় নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় আচরণগত পরিবর্তন ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: আইটিএন-বুয়েট/ শিক্ষা এবং গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান সহযোগী সংস্থাসমূহ: জাতীয়/আন্তর্জাতিক এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ												

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল											
			২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
১৬	নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে "পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর বাজারজাতকরণ কৌশল নির্ধারণ সম্পর্কিত গবেষণা" পরিচালনা করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: আইটিএন-বুয়েট/ শিক্ষা এবং গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান সহযোগী সংস্থাসমূহ: জাতীয়/আন্তর্জাতিক এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ												
১৭	পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য একটি দরিদ্রবান্ধব শুল্ক (ট্যারিফ) কাঠামো নির্ধারণের লক্ষ্যে "পৌরসভাসমূহে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য সেবাপ্রদান মডেল ও শুল্ক (ট্যারিফ) নির্ধারণকল্পে গবেষণা" পরিচালন করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: আইটিএন-বুয়েট/ শিক্ষা এবং গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান সহযোগী সংস্থাসমূহ: জাতীয়/আন্তর্জাতিক এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ												
১৮	"পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের ব্যবসায়িক মডেল তৈরি শীর্ষক গবেষণা" পরিচালন করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: আইটিএন-বুয়েট/ শিক্ষা এবং গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান সহযোগী সংস্থাসমূহ: জাতীয়/আন্তর্জাতিক এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ												
১৯	বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অধ্যায় প্রণয়ন এবং অনুমোদন গ্রহণ করা। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবহারিক প্রয়োগ (অনুশীলন), এর কার্যকারিতা এবং বাস্তবায়ন, সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির নকশা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়গুলো পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তি করণের জন্য একাডেমিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।	কারিগরী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়												
২০	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উপর উন্নততর গবেষণার জন্য স্নাতকোত্তর (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট) পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়/ একাডেমিক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে ফেলোশিপ/বৃত্তি প্রদান করা।	কারিগরি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা এবং গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়												
২১	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচী/অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।	এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়												

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল											
			২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
২২	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির গুরুত্ব সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন অডিও-ভিজ্যুয়াল তৈরি এবং প্রচার করা।	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/তথ্য মন্ত্রণালয়; মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া												
২৩	শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংবলিত আচরণ পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত এবং প্রচার করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাসমূহ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়												
২৪	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিপ্রনয়ণ সংলাপ (পলিসি ডায়ালগ) এবং বিনিয়োগ কার্যক্রমের পাশাপাশি সেবা চেইন পর্যবেক্ষণ এবং পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে নারী এবং সুবিধা বঞ্চিতদের অংশগ্রহণ করার নিমিত্তে জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ (gender transformative) পদ্ধতি অনুসরণ করা।	এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়												
২৫	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার শিক্ষণীয় এবং ভাল দৃষ্টান্তগুলো সংকলন করা এবং সেগুলো সংশ্লিষ্টনীতি নির্ধারক ও পেশাজীবিদের মধ্যে বিতরণ করা।	এলজিডি, ডিপিএইচই, এলজিইডি, এনআইএলজি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, আইটিএন-বুয়েট, এফএসএম নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার												

৪ পৌরসভা পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা

পৌরসভা পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনাতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ এবং সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য পৌরসভাসমূহের দায়িত্বগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। টেবিল ৩ থেকে টেবিল ৬-এ চারটি ক্লাস্টারে বিভক্ত পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল ৩: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চলমান রয়েছে এমন পৌরসভাসমূহে কর্মপরিকল্পনা (ক্লাস্টার এ)

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল							
		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫-২৭	২০২৮-৩০
১	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে ডিপিএইচই, এলজিইডি, আইটিএন-বুয়েট, আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংক ইত্যাদির সহায়তায় পৌরসভা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি/অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ।								
২	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে পৌরসভা মাস্টার প্ল্যান/সিটি স্যানিটেশন প্ল্যান/সিটি ওয়াইড ইনক্লুসিভ স্যানিটেশন প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করা। পৌরসভাসমূহ তাদের "মাস্টার প্ল্যান" (পৌরসভা আইন ২০০৯ এর তফসীল-২ মোতাবেক যা প্রস্তুত করা হয়েছে বা হচ্ছে) অথবা "সিটি স্যানিটেশন প্ল্যান" অথবা "প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" সিটি ওয়াইড ইনক্লুসিভ স্যানিটেশন প্ল্যান-এ প্রয়োজনীয় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো (যেমন: পরিশোধনাগার) অন্তর্ভুক্ত করবে।								
৩	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কিত "স্ট্যান্ডিং কমিটি" গঠন/ পুনর্গঠন করা। পৌরসভাসমূহ অবশ্যই পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ধারা ৫৫ এর উপধারা ২ মোতাবেক "স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন" সম্পর্কিত একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করবে (যদি ইতিমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়ে না থাকে)। এই স্ট্যান্ডিং কমিটি অথবা সংশ্লিষ্ট কমিটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কাজ তদারকি করবে। পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ধারা ৫৫ এর উপধারা ৯ মোতাবেক, প্রয়োজন এবং প্রাপ্যতা সাপেক্ষে এই কমিটি একজন স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞকে কমিটিতে নিযুক্ত করতে পারবে। এই কমিটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞ ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে যাতে করে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকালীন কারিগরি সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকে।								
৪	পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার নিয়মিত পর্যবেক্ষণে সহায়তার জন্য পৌরসভা কর্তৃপক্ষের নিকট একটি "পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা মনিটরিং সেল" স্থাপনের প্রস্তাব পেশ করবে। এই প্রস্তাবনাতে প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (২০১৭) এর উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.২ (স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির এবং স্যুয়েজ/বর্জ্যপানি/আবর্জনা অপসারণের যথাযথ নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ), উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৩ (পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন) এবং ৪.২.৪ (পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন, অপসারণ ও পুনঃব্যবহার) মোতাবেক পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।								
৫	পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উপবিধি প্রস্তুত, অনুমোদন এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করা।								
৬	পৌরসভাসমূহের আওতাধীন এলাকায় সকল স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহের এবং তা থেকে কতদিন পরপর পয়ঃবর্জ্য অপসারণ হয় তার একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।								

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল							
		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫-২৭	২০২৮-৩০
৭	স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (সেপটিক ট্যাঙ্ক/পিট) ত্রুটিপূর্ণ নকশা এবং অবৈধ উপায়ে পয়ঃবর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা/শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা অনুমোদন ও প্রয়োগ করা ঃ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (যেমন- সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) জন্য প্রণীত জাতীয় মান/নির্দেশিকা অনুসারে পৌরসভাসমূহ নতুন অথবা পুরাতন ভবনে সকল ব্যবস্থাদির অবস্থান, বিন্যাস এবং নকশা যাচাই ও অনুমোদন করবে এবং অনিরাপদ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করবে। এছাড়াও, পৌরসভাসমূহ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (যেমনঃ সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) সঠিক নকশা তৈরি এবং নির্মাণের জন্য মিস্ত্রী, ঠিকাদার এবং অন্যান্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেবে। পৌরসভাসমূহ এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদেরকেও জড়িত করতে পারে।								
৮	মন্ত্রণালয়/পৌরসভার নিজস্ব বা অন্য কোনও তহবিলের সহায়তায় শহরব্যাপী যান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন/যন্ত্রাদি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।								
৯	আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহায়তায় দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের (পিট পরিষ্কারকারী) একটি কর্মীদল গঠন করবে।								
১০	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজের সাথে জড়িত ম্যানেজার, অপারেটর এবং অন্যান্য কর্মীদের নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য অপসারণ পদ্ধতি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এক্ষেত্রে পৌরসভাসমূহ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পিট পরিষ্কারকারী, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার অপারেটর ও উৎপাদিত পণ্য প্রস্তুতকারকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার ও অপসারণকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ নিশ্চিত করবে।								
১১	জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পরিবহন সেবার ক্ষেত্রে পৌরবাসীদের জন্য শুল্ক কাঠামো নির্ধারণ করা।								
১২	পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের একটি “ব্যবসায়িক মডেল” প্রস্তুত করা ঃ জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে পৌরসভাসমূহ এই “ব্যবসায়িক মডেল” তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।								
১৩	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের অনুমোদন গ্রহণ করা ঃ পৌরসভাগুলি ট্যাক্স থেকে সংগৃহীত রাজস্ব পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের জন্য বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ রাখবে।								
১৪	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করতে পৌরসভাসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর (ডিএই), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), মৃত্তিকা গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই), টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করবে। যেখানে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা চালু রয়েছে, সেখানে কৃষি কাজ, ল্যান্ডস্কেপিং এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পৌরসভাসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে। পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসার (যদি থাকে) ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করার জন্য বেসরকারি যেকোন সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান বা সহায়তা করতে পারবে।								

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল							
		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫-২৭	২০২৮-৩০
১৫	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন হতে উৎপাদিত পণ্যের সম্ভাব্য বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করা (এক্ষত্রে পৌরসভাসমূহ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখতে পারে)।								
১৬	জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণায় সুপারিশের ভিত্তিতে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন হতে উৎপাদিত পণ্যের কার্যকর বাজারজাতকরণ কৌশল তৈরি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসব পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করা।								
১৭	জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে ভোক্তাদের আচরণগত পরিবর্তন এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা।								
১৮	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা এবং পরিশোধন ব্যবস্থার পরিবর্তন/পরিবর্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও স্টেকহোল্ডারদের থেকে সহায়তা গ্রহণ করা।								
১৯	নতুন পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন যন্ত্র ক্রয়, জমি ক্রয় (যদি ক্রয় করা প্রয়োজন হয়) এবং পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের পরিবর্ধন/সম্প্রসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ হতে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা।								
২০	শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন যন্ত্রাদি (পিট খালিকরণ যানবাহন, যন্ত্র, ইত্যাদি) ক্রয় করা এবং পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ করা।								
২১	শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা পরিচালনা করা।								

টেবিল ৪ঃ সরকারি বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংকের তহবিলের সহায়তায় প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে কর্মপরিকল্পনা (ক্লাস্টার বি)

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল							
		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫-২৭	২০২৮-৩০
১	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে ডিপিএইচই, এলজিইডি, আইটিএন-বুয়েট, আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা/ব্যাংক ইত্যাদির সহায়তায় পৌরসভা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি/অবহিত করা।								
২	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে পৌরসভা মাস্টার প্ল্যান/সিটি স্যানিটেশন প্ল্যান/ সিটি ওয়াইড ইনক্লুসিভ স্যানিটেশন প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করা ঃ পৌরসভাসমূহ তাদের মাস্টার প্ল্যান" (পৌরসভা আইন ২০০৯ এর তফসীল-২ মোতাবেক যা প্রস্তুত করা হয়েছে বা হচ্ছে) অথবা "সিটি স্যানিটেশন প্ল্যান" অথবা "প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" অথবা সিটি ওয়াইড ইনক্লুসিভ স্যানিটেশন প্ল্যান-এ প্রয়োজনীয় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো (যেমনঃ পরিশোধনাগার) অন্তর্ভুক্ত করবে।								
৩	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কিত "স্ট্যান্ডিং কমিটি" গঠন/পুনর্গঠন করা। পৌরসভাসমূহ অবশ্যই পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ধারা ৫৫ এর উপধারা ২ মোতাবেক "স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন" সম্পর্কিত একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করবে (যদি ইতিমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়ে না থাকে)। এই স্ট্যান্ডিং কমিটি অথবা সংশ্লিষ্ট কমিটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কাজ তদারকি করবে। পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ধারা ৫৫ এর উপধারা ৯ মোতাবেক, প্রয়োজন এবং প্রাপ্যতা সাপেক্ষে এই কমিটি একজন স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞকে কমিটিতে নিযুক্ত করতে পারবে। এই কমিটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞ ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে যাতে করে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষনকালীন কারিগরি সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকে।								
৪	পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার নিয়মিত পর্যবেক্ষণে সহায়তার জন্য পৌরসভা কর্তৃপক্ষের নিকট একটি "পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা মনিটরিং সেল" স্থাপনের প্রস্তাব পেশ করবে। এই প্রস্তাবনাতে প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (২০১৭) এর উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.২ (স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির এবং স্যুয়েজ/বর্জ্যপানি/আবর্জনা অপসারণের যথাযথ নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ), উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৩ (পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন) এবং ৪.২.৪ (পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন, অপসারণ ও পুনঃব্যবহার) মোতাবেক পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।								
৫	পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উপবিধি প্রস্তুত, অনুমোদন এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করা।								
৬	পৌরসভা সমুহের আওতাধীন এলাকায় সকল স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহের এবং তা থেকে কতদিন পরপর পয়ঃবর্জ্য অপসারণ হয় তার একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।								
৭	স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (সেপটিক ট্যাঙ্ক/পিট) ক্রটিপূর্ণ নকশা এবং অবৈধ উপায়ে পয়ঃবর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা/শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা অনুমোদন ও প্রয়োগ করা ঃ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (যেমনঃ সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) জন্য প্রণীত জাতীয় মান/নির্দেশিকা অনুসারে পৌরসভাসমূহ নতুন অথবা পুরাতন ভবনে সকল ব্যবস্থাদির অবস্থান, বিন্যাস এবং নকশা যাচাই ও অনুমোদন করবে এবং অনিরাপদ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করবে। এছাড়াও, পৌরসভাসুমূহ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (যেমনঃ সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) সঠিক নকশা তৈরি এবং নির্মাণের জন্য মিস্ত্রী, ঠিকাদার এবং অন্যান্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেবে। পৌরসভাসমূহ এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদেরকেও জড়িত করতে পারে।								

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল							
		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫-২৭	২০২৮-৩০
৮	যতদিন পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা নির্মাণ না হয়, ততদিন নির্ধারিত কোনো জমি/এলাকাতে গর্ত বা পরিখা খনন করে পয়ঃবর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা করা।								
৯	পৌরসভার রাজস্ব খাতের নিজস্ব বা অন্য কোনও তহবিলের সহায়তায় শহরব্যাপী যান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন/যন্ত্রাদি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।								
১০	উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর উপকরণ ক্রয় ও নির্মাণ করা।								
১১	পৌরসভায় ক্রমান্বয়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন শুরু করা/চলমান রাখা।								
১২	আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহায়তায় দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সহায়তায় সনাতন/প্রচলিত উপায়ে পিট পরিষ্কারকারীদের একটি কর্মীদল গঠন করা।								
১৩	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজের সাথে জড়িত ম্যানেজার, অপারেটর এবং অন্যান্য কর্মীদের নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য অপসারণ পদ্ধতি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এক্ষেত্রে পৌরসভাসমূহ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পিট পরিষ্কারকারী, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার, চালক ও উৎপাদিত পণ্য প্রস্তুতকারকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার ও অপসারণকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ নিশ্চিত করবে।								
১৪	জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে পৌরসভা সমুহে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পরিবহন সেবার ক্ষেত্রে পৌরবাসীদের জন্য শুল্ক কাঠমো নির্ধারণ করা।								
১৫	পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের একটি "ব্যবসায়িক মডেল" প্রস্তুত করা। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে পৌরসভাসমূহ এই "ব্যবসায়িক মডেল" তৈরি করবে।								
১৬	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করা। পৌরসভাগুলি ট্যাক্স থেকে সংগৃহীত রাজস্ব থেকে তাদের বার্ষিক বাজেটে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করবে।								
১৭	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করতে পৌরসভাসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর (ডিএই), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), মৃত্তিকা গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই), টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করবে। যেখানে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা চালু রয়েছে, সেখানে কৃষি কাজ , ল্যান্ডস্কেপিং এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পৌরসভাসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে। পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসার (যদি থাকে) ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করার জন্য বেসরকারি যেকোন সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান বা সহায়তা করতে পারবে।								
১৮	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন হতে উৎপাদিত পণ্যের সম্ভাব্য বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করা (এক্ষেত্রে পৌরসভাসমূহ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখতে পারে)।								

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল							
		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫-২৭	২০২৮-৩০
১৯	জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণায় সুপারিশের ভিত্তিতে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন হতে উৎপাদিত পণ্যের কার্যকর বাজারজাতকরন কৌশল তৈরি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসব পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করা।								
২০	জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে ভোক্তাদের আচরণগত পরিবর্তন এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা।								
২১	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা এবং পরিশোধন ব্যবস্থার পরিবর্তন/পরিবর্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও স্টেকহোল্ডারদের থেকে সহায়তা গ্রহণ করা।								
২২	নতুন পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন যন্ত্র ক্রয়, জমি ক্রয় (যদি ক্রয় করার প্রয়োজন হয়) এবং পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের পরিবর্ধন/সম্প্রসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ হতে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা।								
২৩	শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন সেবা প্রদানের জন্য এফএসটিপি তৈরি ও যান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন নিশ্চিত করতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ যন্ত্র (পিট খালিকরণ যানবাহন, যন্ত্র, ইত্যাদি) ক্রয় করা।								
২৪	শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য নতুন পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ করা (বিদ্যমান পরিশোধনাগারের ধারণক্ষমতা সাপেক্ষে)।								
২৫	শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা পরিচালনা করা।								

টেবিল ৫ঃ পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (এফএসটিপি) নির্মাণের জন্য নিজস্ব জমি আছে এমন পৌরসভাসমূহের জন্য (ক্লাস্টার সি)

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল										
		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯-৩০
১	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে ডিপিএইচই, এলজিইডি, আইটিএন-বুয়েট, আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংক ইত্যাদির সহায়তায় পৌরসভা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সচেতনতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা।											
২	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে পৌরসভা মাস্টার প্ল্যান/সিটি স্যানিটেশন প্ল্যান/ সিটি ওয়াইড ইনক্লুসিভ স্যানিটেশন প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করা। পৌরসভাসমূহ তাদের "মাস্টার প্ল্যান" (পৌরসভা আইন ২০০৯ এর তফসীল-২ মোতাবেক যা পস্তুত করা হয়েছে বা হচ্ছে) অথবা "সিটি স্যানিটেশন প্ল্যান" অথবা "প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" অথবা সিটি ওয়াইড ইনক্লুসিভ স্যানিটেশন প্ল্যান-এ প্রয়োজনীয় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো (যেমনঃ পরিশোধনাগার) অন্তর্ভুক্ত করবে।											
৩	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কিত "স্ট্যান্ডিং কমিটি" গঠন/পুনর্গঠন করা। পৌরসভাসমূহ অবশ্যই পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ধারা ৫৫ এর উপধারা ২ মোতাবেক "স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন" সম্পর্কিত একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করবে (যদি ইতিমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়ে না থাকে)। এই স্ট্যান্ডিং কমিটি অথবা সংশ্লিষ্ট কমিটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কাজ তদারকি করবে। পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ধারা ৫৫ এর উপধারা ৯ মোতাবেক, প্রয়োজন এবং প্রাপ্যতা সাপেক্ষে এই কমিটি একজন স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞকে কমিটিতে নিযুক্ত করতে পারবে। এই কমিটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞ ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে যাতে করে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকালীন কারিগরি সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকে।											
৪	পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার নিয়মিত পর্যবেক্ষণে সহায়তার জন্য পৌরসভা কর্তৃপক্ষের নিকট একটি "পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা মনিটরিং সেল" স্থাপনের প্রস্তাব পেশ করবে। এই প্রস্তাবনাতে প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (২০১৭) এর উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.২ (স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির এবং স্যুয়েজ/বর্জ্যপানি/আবর্জনা অপসারণের যথাযথ নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ), উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৩ (পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন) এবং ৪.২.৪ (পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন, অপসারণ ও পুনঃব্যবহার) মোতাবেক পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।											
৫	পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উপবিধি প্রস্তুত, অনুমোদন এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করা।											
৬	পৌরসভাসমূহের আওতাধীন এলাকায় সকল স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহের এবং তা থেকে কতদিন পরপর পয়ঃবর্জ্য অপসারণ হয় তার একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।											

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল										
		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯-৩০
৭	স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (সেপটিক ট্যাঙ্ক/পিট) ত্রটিপূর্ণ নকশা এবং অবৈধ উপায়ে পয়ঃবর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা/শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা অনুমোদন ও প্রয়োগ করা। স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির (যেমন: সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) জন্য প্রণীত জাতীয় মান/নির্দেশিকা অনুসারে পৌরসভাসমূহ নতুন অথবা পুরাতন ভবনে সকল ব্যবস্থাদির অবস্থান, বিন্যাস এবং নকশা যাচাই ও অনুমোদন করবে এবং অনিরাপদ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করবে। এছাড়াও, পৌরসভাসমূহ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (যেমন: সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) সঠিক নকশা তৈরি এবং নির্মাণের জন্য মিস্ত্রী, ঠিকাদার এবং অন্যান্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেবে। পৌরসভাসমূহ এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদেরকেও জড়িত করতে পারে।											
৮	যতদিন পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা নির্মাণ না হয়, ততদিন নির্ধারিত কোনো জমি/এলাকাতে গর্ত বা পরিখা খনন করে পয়ঃবর্জ্য অপসারনের ব্যবস্থা করা।											
৯	মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহের কাছে নতুন পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণের প্রস্তাব উত্থাপন করা।											
১০	মন্ত্রণালয়/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে অথবা পৌরসভার নিজস্ব তহবিল হতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন সেবার জন্য নতুন যানবাহন/যন্ত্রাদি ক্রয় এবং পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা।											
১১	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো (পিট খালিকরণ যানবাহন, যন্ত্র, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার ইত্যাদি) ক্রয়/নির্মাণ করা।											
১২	পৌরসভায় ক্রমান্বয়ে শহরব্যাপি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা।											
১৩	প্রচলিত উপায়ে পিট পরিষ্কারকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।											
১৪	আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহায়তায় দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সহায়তায় সনাতন/প্রচলিত উপায়ে পিট পরিষ্কারকারীদের একটি কর্মীদল গঠন করা।											
১৫	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজের সাথে জড়িত ম্যানেজার, অপারেটর এবং অন্যান্য কর্মীদের নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য অপসারণ পদ্ধতি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এক্ষেত্রে পৌরসভাসমূহ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পিট পরিষ্কারকারী, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার, চালক ও উৎপাদিত পণ্য প্রস্তুতকারকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার ও অপসারণকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ নিশ্চিত করবে।											
১৬	জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে পৌরসভা সমুহে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পরিবহন সেবার ক্ষেত্রে পৌরবাসীদের জন্য শুল্ক কাঠামো নির্ধারন করা।											
১৭	পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের একটি “ব্যবসায়িক মডেল” প্রস্তুত করা। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে পৌরসভাসমূহ এই “ব্যবসায়িক মডেল” তৈরি করবে।											

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল										
		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯-৩০
১৮	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের অনুমোদন গ্রহণ করা। পৌরসভাগুলি ট্যাক্স থেকে সংগৃহীত রাজস্ব থেকে তাদের বার্ষিক বাজেটে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করবে।											
১৯	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করতে পৌরসভাসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর (ডিএই), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), মৃত্তিকা গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই), টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করবে। (যেখানে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা চালু রয়েছে, সেখানে কৃষি কাজ, ল্যান্ডস্কেপিং এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পৌরসভাসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে। পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসার (যদি থাকে) ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করার জন্য বেসরকারি যেকোন সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান বা সহায়তা করতে পারবে।											
২০	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন হতে উৎপাদিত পণ্যের সম্ভাব্য বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করা (এক্ষেত্রে পৌরসভাসমূহ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখতে পারে)।											
২১	জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণায় সুপারিশের ভিত্তিতে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন হতে উৎপাদিত পণ্যের কার্যকর বাজারজাতকরন কৌশল তৈরি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসব পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করা।											
২২	জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে ভোক্তাদের আচরণগত পরিবর্তন এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা।											
২৩	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা এবং পরিশোধন ব্যবস্থার পরিবর্তন/ পরিবর্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও স্টেকহোল্ডারদের থেকে সহায়তা গ্রহণ করা।											
২৪	শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন সেবা প্রদানের জন্য এফএসটিপি তৈরি ও যান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন নিশ্চিত করতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ যন্ত্র (পিট খালিকরণ যানবাহন, যন্ত্র, ইত্যাদি) ক্রয় করা।											
২৫	শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য নতুন পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ করা (চলমান পরিশোধনাগারের ধারণক্ষমতা সাপেক্ষে)।											
২৬	শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা পরিচালনা করা।											

টেবিল ৬: পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়/অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে সেসকল পৌরসভাসমূহের জন্য কর্মপরিকল্পনা (ক্লাস্টার ডি)

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল									
		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮-৩০
১	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে ডিপিএইচই, এলজিইডি, আইটিএন-বুয়েট, আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংক ইত্যাদির সহায়তায় পৌরসভা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সচেতনতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা।										
২	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে পৌরসভা মাস্টার প্ল্যান/সিটি স্যানিটেশন প্ল্যান/ সিটি ওয়াইড ইনক্লুসিভ স্যানিটেশন প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করা। পৌরসভাসমূহ তাদের মাস্টার প্ল্যান" (পৌরসভা আইন ২০০৯ এর তফসীল-২ মোতাবেক যা প্রস্তুত করা হয়েছে বা হচ্ছে) অথবা "সিটি স্যানিটেশন প্ল্যান" অথবা "প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" অথবা সিটি ওয়াইড ইনক্লুসিভ স্যানিটেশন প্ল্যান-এ প্রয়োজনীয় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো (যেমন: পরিশোধনাগার) অন্তর্ভুক্ত করবে।										
৩	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কিত "স্ট্যান্ডিং কমিটি" গঠন/পুনর্গঠন করা। পৌরসভাসমূহ অবশ্যই পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ধারা ৫৫ এর উপধারা ২ মোতাবেক "স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন" সম্পর্কিত একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করবে (যদি ইতিমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়ে না থাকে)। এই স্ট্যান্ডিং কমিটি অথবা সংশ্লিষ্ট কমিটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কাজ তদারকি করবে। পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ধারা ৫৫ এর উপধারা ৯ মোতাবেক, প্রয়োজন এবং প্রাপ্যতা সাপেক্ষে এই কমিটি একজন স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞকে কমিটিতে নিযুক্ত করতে পারবে। এই কমিটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞ ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে যাতে করে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণকালীন কারিগরি সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকে।										
৪	পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার নিয়মিত পর্যবেক্ষণে সহায়তার জন্য পৌরসভা কর্তৃপক্ষের নিকট একটি "পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা মনিটরিং সেল" স্থাপনের প্রস্তাব পেশ করবে। এই প্রস্তাবনাতে প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (২০১৭) এর উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.২ (স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির এবং স্যুয়েজ/বর্জ্যপানি/আবর্জনা অপসারণের যথাযথ নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ), উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৩ (পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন) এবং ৪.২.৪ (পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন, অপসারণ ও পুনঃব্যবহার) মোতাবেক পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।										
৫	পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উপবিধি প্রস্তুত, অনুমোদন এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করা।										
৬	পৌরসভাসমূহের আওতাধীন এলাকায় সকল স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহের এবং তা থেকে কতদিন পরপর পয়ঃবর্জ্য অপসারণ হয় তার একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।										

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল									
		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮-৩০
৭	স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (সেপটিক ট্যাঙ্ক/পিট) ত্রুটিপূর্ণ নকশা এবং অবৈধ উপায়ে পয়ঃবর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা/শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা অনুমোদন ও প্রয়োগ করা। স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (যেমনঃ সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) জন্য প্রণীত জাতীয় মান/নির্দেশিকা অনুসারে পৌরসভাসমূহ নতুন অথবা পুরাতন ভবনে সকল ব্যবস্থাদির অবস্থান, বিন্যাস এবং নকশা যাচাই ও অনুমোদন করবে এবং অনিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করবে। এছাড়াও, পৌরসভাসমূহ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (যেমনঃ সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) সঠিক নকশা তৈরি এবং নির্মাণের জন্য মিস্ত্রী, ঠিকাদার এবং অন্যান্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেবে। পৌরসভাসমূহ এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদেরকেও জড়িত করতে পারে।										
৮	যতদিন পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা নির্মাণ করা না হয়, ততদিন নির্ধারিত কোনো জমি/এলাকাতে গর্ত বা পরিখা খনন করে পয়ঃবর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা করা।										
৯	মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহের কাছে শহরব্যাপি পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য যানবাহন/যন্ত্রাদি ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা।										
১০	মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাসমূহের কাছে ভূমি অধিগ্রহণ ও পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণের প্রস্তাব উত্থাপন করা।										
১১	মন্ত্রণালয়/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে অথবা পৌরসভার নিজস্ব তহবিল হতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন সেবার জন্য নতুন যানবাহন/যন্ত্রাদি ক্রয় এবং পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা।										
১২	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো (পিট খালিকরণ যানবাহন, যন্ত্র, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার ইত্যাদি) ক্রয়/নির্মান করা।										
১৩	পৌরসভায় ক্রমান্বয়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা।										
১৪	প্রচলিত উপায়ে পিট পরিষ্কারকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।										
১৫	আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহায়তায় দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সহায়তায় সনাতন/প্রচলিত উপায়ে পিট পরিষ্কারকারীদের একটি কর্মীদল গঠন করা।										
১৬	অপসারণ পদ্ধতি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রশিক্ষন প্রদান করা। এক্ষেত্রে পৌরসভাসমূহ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পিট পরিষ্কারকারী, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার চালক ও উৎপাদিত পণ্য প্রস্তুতকারকদের যথাযথ প্রশিক্ষন এবং যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার ও অপসারণকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ নিশ্চিত করবে।										
১৭	জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পরিবহন সেবার ক্ষেত্রে পৌরবাসীদের জন্য শুল্ক কাঠামো নির্ধারন করা।										
১৮	পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের একটি “ব্যবসায়িক মডেল” প্রস্তুত করা। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে পৌরসভাসমূহ এই “ব্যবসায়িক মডেল” তৈরি করবে।										

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল									
		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮-৩৩
১৯	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের অনুমোদন গ্রহণ করা। পৌরসভাগুলি ট্যাক্স থেকে সংগৃহীত রাজস্ব থেকে তাদের বার্ষিক বাজেটে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করবে।										
২০	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করতে পৌরসভাসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর (ডিএই), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), মৃত্তিকা গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই), টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করবে। (যেখানে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা চালু রয়েছে, সেখানে কৃষি কাজ, ল্যান্ডস্কেপিং এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পৌরসভাসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে। পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসার (যদি থাকে) ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করার জন্য বেসরকারি যেকোন সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান বা সহায়তা করতে পারবে।										
২১	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন হতে উৎপাদিত পণ্যের সম্ভাব্য বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করা (এক্ষেত্রে পৌরসভাসমূহ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখতে পারে)।										
২২	জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন হতে উৎপাদিত পণ্যের কার্যকর বাজারজাতকরন কৌশল তৈরি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসব পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করা।										
২৩	জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে ভোক্তাদের আচরণগত পরিবর্তন এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা।										
২৪	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যবেক্ষন করা এবং পরিশোধন ব্যবস্থার পরিবর্তন/ পরিবর্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও স্টেকহোল্ডারদের থেকে সহায়তা গ্রহণ করা।										
২৫	শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন সেবা প্রদানের জন্য পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ ও যান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন নিশ্চিত করতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ যন্ত্র (পিট খালিকরণ যানবাহন, যন্ত্র, ইত্যাদি) ক্রয় করা।										
২৬	শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা পরিচালনা করা।										

৫ সম্ভাব্য বাজেট

জাতীয় এবং পৌরসভা পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের ৩২৯টি পৌরসভায় শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়নে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমুহের সর্বাত্মক সহযোগিতা আবশ্যক। এই কাঠামোটি বাস্তবায়নে জাতীয় এবং পৌরসভা উভয় পর্যায়ে আলাদা আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। সময়ের সাথে কাজের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে এই আর্থিক চাহিদা নির্ণীত হবে এবং এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সামগ্রিক অগ্রগতি সাপেক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হতে পারে। এখানে কিছু খসড়া হিসাবের ভিত্তিতে একটি সম্ভাব্য বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে যা কর্মপরিকল্পনাটিতে প্রস্তাবিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের পূর্বে একটি বিশেষজ্ঞ দল দ্বারা মূল্যায়ন/সংশোধন করা প্রয়োজন হতে পারে।

৫.১ জাতীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য বাজেট

জাতীয় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনার জন্য প্রথম তিন বছরের (২০১৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত) সম্ভাব্য বাজেট প্রাক্কলন/বরাদ্দ করা হয়েছে যা টেবিল-৭ এ দেখানো হয়েছে। এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রয়োজন সাপেক্ষে উক্ত বাজেট পর্যালোচনা এবং সংশোধন করবে এবং তদানুযায়ী কর্মসূচীর পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, যা পরবর্তী বছরগুলিতে পরিবর্তিত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হবে।

টেবিল ৭: ২০১৯-২০২১ সালে জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম এর জন্য সম্ভাব্য বাজেট

জাতীয় পর্যায়ের বাজেট					
ক্রমিক	কার্যক্রম বিবরণ	একক	একক হার (টাকা)	সংখ্যা	মোট খরচ (টাকা)
ক)	সভা ও দক্ষতা বৃদ্ধি				
১	এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন	ত্রৈমাসিক	১০০,০০০	১২	১,২০০,০০০
২	এফএসএম সাপোর্ট সেলের কার্যক্রম চলমান রাখা এবং নিয়মিত সভার আয়োজন	দ্বিমাসিক	১০০,০০০	১৮	১,৮০০,০০০
৩	এফএসএম সাপোর্ট সেলের লজিস্টিক বরাদ্দ ব্যবস্থা উন্নয়ন	বাৎসরিক	৩,০০০,০০০	৩	৯,০০০,০০০
৪	ডিপিএইচই এর OOMS এর উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ	থোক	১৫,০০০,০০০	১	১৫,০০০,০০০
৫	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় মান/ নির্দেশিকা প্রণয়ন	থোক	৩০,০০০,০০০	১	৩০,০০০,০০০
৬	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি সহায়ক উপকরণ তৈরি এবং প্রচার/বিতরণ	বাৎসরিক	১০,০০০,০০০	৩	৩০,০০০,০০০
৭	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের (ডিপিএইচই, এলজিইডি, পৌরসভাসমূহের প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাবৃন্দ, পিট পরিষ্কারকারী, এফএসএম সেবা প্রদানকারী) দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	পৌরসভা প্রতি	৩,০০০,০০০	৩২৯	৯৮৭,০০০,০০০
	উপ-মোট (সভা ও দক্ষতা বৃদ্ধি)				১,০৭৪,০০০,০০০

জাতীয় পর্যায়ের বাজেট					
ক্রমিক	কার্যক্রম বিবরণ	একক	একক হার (টাকা)	সংখ্যা	মোট খরচ (টাকা)
খ)	**গবেষণা ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন**				
৮	গবেষণা সংস্থাসমূহের সহায়তায় নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে "পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় আচরণগত পরিবর্তন ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি সম্পর্কিত গবেষণা" পরিচালনা করা।	থোক	৫০,০০০,০০০	১	৫০,০০০,০০০
৯	স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির উন্নয়ন এবং মান নির্ধারণ বিষয়ক গবেষণা	থোক	৩০,০০০,০০০	১	৩০,০০০,০০০
১০	নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে "পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফলে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর বাজারজাতকরন কৌশল নির্ধারণ সম্পর্কিত গবেষণা" পরিচালনা করা।	থোক	১৫,০০০,০০০	১	১৫,০০০,০০০
১১	পৌরসভাসমূহকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য একটি দরিদ্রবান্ধব শুল্ক (ট্যারিফ) কাঠামো নির্ধারনের লক্ষ্যে "পৌরসভাসমূহে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য সেবাপ্রদান মডেল ও শুল্ক (ট্যারিফ) নির্ধারণকল্পে গবেষণা" পরিচালন করা।	থোক	১৫,০০০,০০০	১	১৫,০০০,০০০
১২	"পয়ঃবর্জ্য ববস্থাপনা সেবা প্রদানের ব্যবসায়িক মডেল তৈরি" শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করা।	থোক	১৫,০০০,০০০	১	১৫,০০০,০০০
১৩	"পৌরসভাসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক (স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি, পিট খালিকরন, পরিবহন এবং পরিশোধন সম্পর্কিত) প্রযুক্তি উদ্ভাবন" সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা করা।	বাৎসরিক	২০,০০০,০০০	৩	৬০,০০০,০০০
১৪	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, অনুমোদন এবং অন্তর্ভূক্ত করা।	থোক	১৫,০০০,০০০	১	১৫,০০০,০০০
১৫	স্নাতকোত্তর (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট) পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়/একাডেমিক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহে ফেলোশিপ/বৃত্তি প্রদান করা।	থোক	১,০০০,০০০	১০	১০,০০০,০০০
	উপ-মোট (গবেষণা ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন)				**২১০,০০০,০০০**
গ)	**সচেতনতাবৃদ্ধি, প্রচারণা এবং লার্নিং শেয়ারিং**				
১৬	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচী/অনুষ্ঠান আয়োজন করা	বাৎসরিক	১০,০০০,০০০	৩	৩০,০০০,০০০
১৭	বাংলাদেশে এফএসএম সম্মেলনের আয়োজন করা	থোক	১০০,০০০,০০০	১	১০০,০০০,০০০
১৮	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে জাতীয় স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন অডিও-ভিজ্যুয়াল তৈরি এবং প্রচার করা	বাৎসরিক	৩০,০০০,০০০	৩	৯০,০০০,০০০
১৯	শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংবলিত আচরণ পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ও প্রচার করা।	বাৎসরিক	১৫,০০০,০০০	৩	৪৫,০০০,০০০
২০	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার শিক্ষনীয় এবং ভাল দৃষ্টান্তগুলো সংকলন করা এবং সেগুলো সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক ও পেশাজীবিদের মধ্যে বিতরণ করা।	বাৎসরিক	১০,০০০,০০০	৩	৩০,০০০,০০০

জাতীয় পর্যায়ের বাজেট					
ক্রমিক	কার্যক্রম বিবরণ	একক	একক হার (টাকা)	সংখ্যা	মোট খরচ (টাকা)
২১	জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ / নীতি নির্ধারক / সিদ্ধান্তদাতা / বাস্তবায়কদের জন্য এক্সপোজার ভিজিট আয়োজন করা।	বাৎসরিক	৩০,০০০,০০০	৩	৯০,০০০,০০০
২২	জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়কদের জন্য এক্সপোজার ভিজিট (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য সরকারি সংস্থা, ম্যাব, সিবিও ইত্যাদি) আয়োজন করা।	বাৎসরিক	৩০,০০০,০০০	৩	৯০,০০০,০০০
	উপ-মোট (সচেতনতাবৃদ্ধি, প্রচারণা এবং লার্নিং শেয়ারিং)				**৪৭৫,০০০,০০০**
	মোট (প্রথম ৩ বছরের জন্য: ২০১৯-২০২১)				**১,৭৫৯,০০০,০০০**

৫.২ পৌরসভা পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য বাজেট

পৌরসভা পর্যায়ে শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা পরিচালনার লক্ষ্যে ২০১৯ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রণীত কর্মপরিকল্পনার জন্য সম্ভাব্য বাজেট করা হয়েছে (টেবিল-৮)। তবে, এটিকে পৌরসভা পর্যায়ে বাজেট প্রাক্কলনের জন্য একটি টেম্পলেট হিসাবে বিবেচনা করা উচিৎ এবং প্রতিটি পৌরসভাকে এই টেম্পলেটটি অনুসরণ করে এফএসএম বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব বাজেট তৈরি করতে হবে।

চারটি ক্লাস্টারের জন্য বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় পিট খালিকরণ যন্ত্রপাতি, পরিবহন ব্যবস্থা, নতুন পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনের জন্য জমি (যেখানে জমি ক্রয় করতে হবে) এবং পরিশোধনাগার নির্মাণের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর সম্ভাব্য ব্যয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

টেবিল ৮: পৌরসভা পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনার জন্য সম্ভাব্য বাজেট

পৌরসভা পর্যায়ের বাজেট					
ক্রমিক	কার্যক্রম বিবরণ	একক	পৌরসভা সংখ্যা	একক হার (টাকা)	মোট খরচ (টাকা)
১.	**পৌরসভার জন্য পিট খালিকরন/ডি-ওয়াটারিং ট্রাক (৫০০ লিটার, ১,০০০ লিটার এবং ২,০০০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন)**				
	অনুমিতিঃ ৫০০ লিটার ধারনক্ষমতা = ৩০ লাখ টাকা ১০০০ লিটার ধারনক্ষমতা = ৫০ লাখ টাকা ২০০০ লিটার ধারনক্ষমতা = ৮০ লাখ টাকা				
	ক্লাস্টার এ (১০ পৌরসভা) @ ২ টি (১০০০ লিটার ও ২০০০ লিটার)	সংখ্যা	১০	১৩,০০০,০০০	১৩০,০০০,০০০
	ক্লাস্টার বি (১১৫ পৌরসভা) @ ২ টি (১০০০ লিটার ও ২০০০ লিটার)	সংখ্যা	১১৫	১৩,০০০,০০০	১,৪৯৫,০০০,০০০
	ক্লাস্টার সি (২৬ পৌরসভা) @ ৩ টি (৫০০ লিটার, ১০০০ লিটার ও ২০০০ লিটার)	সংখ্যা	২৬	১৬,০০০,০০০	৪১৬,০০০,০০০
	ক্লাস্টার ডি (১৮৪ পৌরসভা) @ ৩ টি (৫০০ লিটার, ১০০০ লিটার ও ২০০০ লিটার)	সংখ্যা	১৮৪	১৬,০০০,০০০	২,৯৪৪,০০০,০০০
	উপ-মোট				**৪,৯৮৫,০০০,০০০**

পৌরসভা পর্যায়ের বাজেট					
ক্রমিক	কার্যক্রম বিবরণ	একক	পৌরসভা সংখ্যা	একক হার (টাকা)	মোট খরচ (টাকা)
২.	**ক্লাস্টার সি ও ডি এর জন্য পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ এবং ক্লাস্টার এ ও বি এর পরিশোধনাগারের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ এর জন্য জমি ক্রয় (প্রত্যেক পৌরসভা গড়ে ১.৫ একর)**				
	অনুমিতিঃ প্রতিটি পৌরসভায় ১.৫ একর জমির জন্য গড়ে ৩ কোটি টাকা				
	পৌরসভা	সংখ্যা	৩২৯	৩০,০০০,০০০	৯,৮৭০,০০০,০০০
	উপ-মোট				**৯,৮৭০,০০০,০০০**
৩.	**নতুন পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ (ক্লাস্টার সি ও ডি এর জন্য এবং ক্লাস্টার এ ও বি এর জন্য ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ)**				
	অনুমিতিঃ প্রতি পৌরসভা তে শহরব্যাপী এফএসটিপি নির্মাণ/ ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ এর জন্য গড়ে ২ কোটি টাকা				
	পৌরসভা	সংখ্যা	৩২৯	২০,০০০,০০০	৬,৫৮০,০০০,০০০
	পিট খালিকারক ট্রাক এর জন্য সীমিত প্রবেশ বা অপ্রবেশ্য পকেট এলাকাসমূহের জন্য ডিসেন্ট্রালাইজড পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা নির্মাণ				
	অনুমিতিঃ প্রতি পৌরসভাতে শহরব্যপী পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ/ ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ এর জন্য গড়ে ১ কোটি টাকা				
	পৌরসভা	সংখ্যা	৩২৯	১০,০০০,০০০	৩,২৯০,০০০,০০০
	উপ-মোট				**৯,৮৭০,০০০,০০০**
৪.	**স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নতকরণ, পর্যবেক্ষণ এবং অতিরিক্ত সরঞ্জাম সরবরাহ**				
	অনুমিতিঃ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে মিস্ত্রীদের যথাযথ ডিজাইন অনুযায়ী স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থা নির্মাণ/উন্নয়ন এবং পৌরসভা কর্মকর্তাদের নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষনে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ				
	পৌরসভা	সংখ্যা	৩২৯	২০০,০০০,০০০	৬৫,৮০০,০০০,০০০
	উপ-মোট				**৬৫,৮০০,০০০,০০০**
৫.	**দক্ষতা বৃদ্ধি, সচেতনতা বৃদ্ধি, যোগাযোগ এবং অন্যান্য উপকরণ**				
	অনুমিতিঃ (এটি একটি গড় অনুমান যা পৌরসভা জনসংখ্যার আকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনে সংশোধিত হতে পারে)				
	পৌরসভা	সংখ্যা	৩২৯	২৫,০০০,০০০	৮,২২৫,০০০,০০০
	উপ-মোট				**৮,২২৫,০০০,০০০**
	সর্বমোট (পৌরসভা পর্যায়)				**৯৮,৭৫০,০০০,০০০**

টেবিল ৯: পৌরসভাসমূহে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সর্বমোট সম্ভাব্য বাজেট

ক্রমিক	জাতীয় ও পৌরসভা পর্যায়ে সর্বমোট প্রাক্কলিত বাজেট	টাকা
১	তিন (৩) বছরে জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম ব্যয়*	১,৭৫৯,০০০,০০০
২	বারো (১২) বছরে পৌরসভা পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কার্যক্রম ব্যয়	৯৮,৭৫০,০০০,০০০
	*** পরবর্তী বছরগুলোর জন্য জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমের বাজেট পরে নির্ধারণ করা হবে**	

উল্লেখ্য যে, জাতীয় এবং পৌরসভা পর্যায়ের সম্ভাব্য বাজেটে মুদ্রাস্ফীতির হার বিবেচনা করা হয়নি, যা জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যতে প্রকল্প সমূহে বিবেচনা করা আবশ্যক।

সংযোজনী - ১

বিভিন্ন ক্লাস্টার-এর অধীনে পৌরসভাসমূহের তালিকা

টেবিল ১০: ক্লাস্টার এ-এর অধীনে পৌরসভাসমূহের তালিকা (যাদের এফএসএম ব্যবস্থা চালু আছে)

ক্রমিক	পৌরসভার নাম	জেলা	শ্রেণী
১	চৌমুহনী	নোয়াখালী	ক
২	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	ক
৩	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ	ক
৪	যশোর	যশোর	ক
৫	সখিপুর	টাঙ্গাইল	ক
৬	ফরিদপুর	ফরিদপুর	ক
৭	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা	ক
৮	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর	ক
৯	নীলফামারী	নীলফামারী	ক
১০	শেরপুর	শেরপুর	ক

টেবিল ১১ : ক্লাস্টার বি-এর অধীনে পৌরসভাসমূহের তালিকা

ক্রমিক	পৌরসভার নাম	জেলা	শ্রেণী	প্রকল্পের নাম
১	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা	ক	২৩ পৌরসভা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন
২	আলমডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা	ক	
৩	বেনাপোল	যশোর	ক	
৪	মনিরামপুর	যশোর	খ	
৫	বোয়ালমারী	ফরিদপুর	ক	
৬	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল	ক	
৭	নবীনগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ক	
৮	চাটখিল	নোয়াখালী	ক	
৯	বসুরহাট	নোয়াখালী	ক	
১০	গোদাগাড়ী	রাজশাহী	ক	
১১	বেলকুচি	সিরাজগঞ্জ	ক	
১২	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর	খ	
১৩	দোহার	ঢাকা	ক	
১৪	ধামরাই	ঢাকা	ক	
১৫	কানাইঘাট	সিলেট	খ	
১৬	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ	গ	
১৭	শেরপুর	শেরপুর	ক	
১৮	মুলাদী	বরিশাল	ক	
১৯	মাধবদী	নরসিংদী	ক	
২০	শিবগঞ্জ	বগুড়া	গ	
২১	উলিপুর	কুড়িগ্রাম	খ	
২২	শায়েস্তাগঞ্জ	হবিগঞ্জ	ক	
২৩	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ	খ	

ক্রমিক	পৌরসভার নাম	জেলা	শ্রেনী	প্রকল্পের নাম
২৪	বেতাগী	বরগুনা	খ	৩২ পৌরসভা পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন
২৫	বাউফল	পটুয়াখালী	ক	
২৬	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	খ	
২৭	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর	খ	
২৮	মীরসরাই	চট্টগ্রাম	খ	
২৯	সাতকানিয়া	চট্টগ্রাম	ক	
৩০	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	ক	
৩১	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	খ	
৩২	সোনাগাজী	ফেনী	খ	
৩৩	দাগনভূঞা	ফেনী	ক	
৩৪	সোনাইমুরি	নোয়াখালী	ক	
৩৫	হাকিমপুর	দিনাজপুর	গ	
৩৬	নাগেশ্বরী	কুড়িগ্রাম	ক	
৩৭	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা	খ	
৩৮	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও	খ	
৩৯	আড়ানী	রাজশাহী	খ	
৪০	নগরকান্দা	ফরিদপুর	গ	
৪১	কালিয়াকৈর	গাজীপুর	ক	
৪২	শ্রীপুর	গাজীপুর	ক	
৪৩	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ	গ	
৪৪	দেওয়ানগঞ্জ	জামালপুর	খ	
৪৫	করিমগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ	খ	
৪৬	কুলিয়ারচর	কিশোরগঞ্জ	খ	
৪৭	সিংগাইর	মানিকগঞ্জ	খ	
৪৮	গফরগাঁও	ময়মনসিংহ	ক	
৪৯	সোনারগাঁও	নারায়ণগঞ্জ	খ	
৫০	রায়পুরা	নরসিংদী	খ	
৫১	নকলা	শেরপুর	খ	
৫২	কালিহাতি	টাঙ্গাইল	খ	
৫৩	শ্রীবরদী	শেরপুর	গ	
৫৪	চালনা	খুলনা	খ	
৫৫	খোকসা	কুষ্টিয়া	গ	
৫৬	ছাতক	সুনামগঞ্জ	ক	তৃতীয় নগর সরকার এবং অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)
৫৭	মেহেরপুর	মেহেরপুর	ক	
৫৮	চারঘাট	রাজশাহী	খ	
৫৯	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	ক	
৬০	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা	ক	
৬১	নীলফামারী	নীলফামারী	ক	
৬২	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	ক	
৬৩	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর	ক	
৬৪	লাকসাম	কুমিল্লা	ক	
৬৫	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ		
৬৬	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	ক	

ক্রমিক	পৌরসভার নাম	জেলা	শ্রেনী	প্রকল্পের নাম
৬৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ক	তৃতীয় নগর সরকার এবং অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)
৬৮	নওগাঁ	নওগাঁ	ক	
৬৯	বান্দরবান	বান্দরবান	ক	
৭০	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	ক	
৭১	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী	ক	
৭২	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	ক	
৭৩	টুঙ্গীপাড়া	গোপালগঞ্জ	ক	
৭৪	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ	ক	
৭৫	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা	ক	
৭৬	মুক্তাগাছা	ময়মনসিংহ	ক	
৭৭	যশোর	যশোর	ক	
৭৮	মাগুরা	মাগুরা	ক	
৭৯	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট	ক	
৮০	বেড়া	পাবনা	ক	
৮১	ঈশ্বরদী	পাবনা	ক	
৮২	শাহজাদপুর	সিরাজগঞ্জ	ক	
৮৩	পঞ্চগড়	পঞ্চগড়	ক	
৮৪	ফরিদপুর	ফরিদপুর	ক	
৮৫	কক্সবাজার	কক্সবাজার	ক	
৮৬	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	ক	
৮৭	তারাব	নারায়ণগঞ্জ	ক	বিশ্ব ব্যাংক
৮৮	মধুপুর	টাঙ্গাইল	ক	
৮৯	ধনবাড়ি	টাঙ্গাইল	খ	
৯০	ভুয়াপুর	টাঙ্গাইল	খ	
৯১	গোয়ালন্দ	রাজবাড়ী	ক	
৯২	আখাউড়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ক	
৯৩	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম	ক	
৯৪	চন্দনাইশ	চট্টগ্রাম	ক	
৯৫	হোমনা	কুমিল্লা	খ	
৯৬	দেবীদ্বার	কুমিল্লা	খ	
৯৭	পরশুরাম	ফেনী	খ	
৯৮	রামগতি	লক্ষ্মীপুর	গ	
৯৯	সেনবাগ	নোয়াখালী	খ	
১০০	কাহালু	বগুড়া	গ	
১০১	পাঁচবিবি	জয়পুরহাট	ক	
১০২	আক্কেলপুর	জয়পুরহাট	ক	
১০৩	বনপাড়া	নাটোর	ক	
১০৪	বড়াই গ্রাম	নাটোর	খ	
১০৫	নাচোল	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	খ	
১০৬	কাটাখালি	রাজশাহী	গ	
১০৭	তাহেরপুর	রাজশাহী	ক	
১০৮	বাঘা	রাজশাহী	ক	
১০৯	রায়গঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	খ	
১১০	উল্লাপাড়া	সিরাজগঞ্জ	ক	

ক্রমিক নং	পৌরসভার নাম	জেলা	শ্রেনী	প্রকল্পের নাম
১১১	চৌগাছা	যশোর	খ	বিশ্ব ব্যাংক
১১২	গাংনী	মেহেরপুর	খ	
১১৩	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	খ	
১১৪	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার	খ	
১১৫	ইসলামপুর	জামালপুর	খ	

টেবিল ১২ : ক্লাস্টার সি-এর অধীনে পৌরসভাসমূহের তালিকা

ক্রমিক	পৌরসভার নাম	জেলা	শ্রেণী
১	গলাচিপা	পটুয়াখালী	ক
২	ঝালকাঠি	ঝালকাটি	ক
৩	কালকিনি	মাদারীপুর	ক
৪	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম	ক
৫	সৈয়দপুর	নীলফামারী	ক
৬	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার	ক
৭	বানারীপাড়া	বরিশাল	খ
৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ক
৯	বাঘারপাড়া	যশোর	গ
১০	বরগুনা	বরগুনা	ক
১১	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	খ
১২	জামালপুর	জামালপুর	ক
১৩	মোংলা	বাগেরহাট	ক
১৪	পাটগ্রাম	লাল্‌মনিরহাট	ক
১৫	আড়াইহাজার	নারায়ণগঞ্জ	খ
১৬	দিনাজপুর	দিনাজপুর	ক
১৭	দুর্গাপুর	রাজশাহী	খ
১৮	মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ	ক
১৯	পিরোজপুর	পিরোজপুর	ক
২০	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ	ক
২১	চকরিয়া	কক্সবাজার	ক
২২	হারাগাছ	রংপুর	গ
২৩	বিয়ানীবাজার	সিলেট	ক
২৪	রাঙ্গুনিয়া	চট্টগ্রাম	খ
২৫	নাটোর	নাটোর	ক
২৬	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	ক

টেবিল ১৩ : ক্লাস্টার ডি এর অধীনে পৌরসভাসমূহের তালিকা

ক্রমিক	পৌরসভার নাম	জেলা	শ্রেণী
১	আটঘরিয়া	পাবনা	খ
২	বাগেরহাট	বাগেরহাট	ক
৩	বোরহানউদ্দিন	ভোলা	ক
৪	চাটমোহর	পাবনা	খ
৫	ডামুড্যা	শরিয়তপুর	ক
৬	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়	গ
৭	দিরাই	সুনামগঞ্জ	খ
৮	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া	ক
৯	হাজীগঞ্জ	চাঁদপুর	ক
১০	হাটহাজারী	চট্টগ্রাম	খ
১১	হোসেনপুর	কিশোরগঞ্জ	খ
১২	ঝিকরগাছা	যশোর	খ
১৩	কচুয়া	চাঁদপুর	ক
১৪	কাঞ্চন	নারায়ণগঞ্জ	খ
১৫	কেশরহাট	রাজশাহী	খ
১৬	কুয়াকাটা	পটুয়াখালী	খ
১৭	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার	ক
১৮	মাদারগঞ্জ	জামালপুর	খ
১৯	মাদারীপুর	মাদারীপুর	ক
২০	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	ক
২১	মধুখালী	ফরিদপুর	খ
২২	মঠবাড়িয়া	পিরোজপুর	ক
২৩	মতলব	চাঁদপুর	ক
২৪	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল	খ
২৫	মোহনগঞ্জ	নেত্রকোনা	ক
২৬	মোরেলগঞ্জ	বাগেরহাট	ক
২৭	নালিতাবাড়ী	শেরপুর	খ
২৮	নান্দাইল	ময়মনসিংহ	খ
২৯	নন্দীগ্রাম	বগুড়া	ক
৩০	নওহাটা	রাজশাহী	ক
৩১	পাংশা	রাজবাড়ী	ক
৩২	পাথরঘাটা	বরগুনা	খ
৩৩	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	ক
৩৪	ফুলপুর	ময়মনসিংহ	ক
৩৫	রাজৈর	মাদারীপুর	গ
৩৬	সাঁথিয়া	পাবনা	ক
৩৭	শাহরাস্তি	চাঁদপুর	ক
৩৮	শরিয়তপুর	শরিয়তপুর	ক
৩৯	সিংড়া	নাটোর	ক
৪০	সীতাকুন্ড	চট্টগ্রাম	ক
৪১	সুজানগর	পাবনা	ক
৪২	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল	ক
৪৩	তানোর	রাজশাহী	গ

ক্রমিক	পৌরসভার নাম	জেলা	শ্রেণী
৪৪	টেকনাফ	কক্সবাজার	খ
৪৫	উজিরপুর	বরিশাল	গ
৪৬	বরুড়া	কুমিল্লা	খ
৪৭	কাকনহাট	রাজশাহী	ক
৪৮	কলারোয়া	সাতক্ষীরা	খ
৪৯	ভালুকা	ময়মনসিংহ	ক
৫০	রায়পুর	লক্ষ্মীপুর	ক
৫১	রহনপুর	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ক
৫২	শিবচর	মাদারীপুর	ক
৫৩	স্বরূপকাঠি	পিরোজপুর	ক
৫৪	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	ক
৫৫	বদরগঞ্জ	রংপুর	খ
৫৬	চাটখিল	নোয়াখালী	ক
৫৭	ফুলবাড়িয়া	ময়মনসিংহ	খ
৫৮	ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর	গ
৫৯	গোসাইরহাট	শরিয়তপুর	গ
৬০	নরসিংদী	নরসিংদী	ক
৬১	পটিয়া	চট্টগ্রাম	ক
৬২	পুঠিয়া	রাজশাহী	খ
৬৩	শিবপুর	নরসিংদী	খ
৬৪	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর	গ
৬৫	বাকেরগঞ্জ	বরিশাল	খ
৬৬	বারইয়ারহাট	চট্টগ্রাম	ক
৬৭	বগুড়া	বগুড়া	ক
৬৮	চান্দিনা	কুমিল্লা	খ
৬৯	দর্শনা	চুয়াডাঙ্গা	খ
৭০	ফেনী	ফেনী	ক
৭১	ফুলবাড়ি	দিনাজপুর	ক
৭২	কালীগঞ্জ	গাজীপুর	খ
৭৩	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদহ	ক
৭৪	কেন্দুয়া	নেত্রকোনা	গ
৭৫	কেশবপুর	যশোর	ক
৭৬	মিরপুর	কুষ্টিয়া	খ
৭৭	মহেশপুর	ঝিনাইদহ	ক
৭৮	নওয়াপাড়া	যশোর	ক
৭৯	পার্বতীপুর	দিনাজপুর	ক
৮০	সরিষাবাড়ি	জামালপুর	খ
৮১	সাভার	ঢাকা	ক
৮২	ভবানীগঞ্জ	রাজশাহী	খ
৮৩	ভান্ডারিয়া	পিরোজপুর	গ
৮৪	ভাঙ্গা	ফরিদপুর	ক
৮৫	ভৈরব	কিশোরগঞ্জ	ক
৮৬	পাকুন্দিয়া	কিশোরগঞ্জ	গ
৮৭	গুরুদাসপুর	নাটোর	ক

ক্রমিক	পৌরসভার নাম	জেলা	শ্রেণী
৮৮	মনোহরদী	নরসিংদী	খ
৮৯	শৈলকূপা	ঝিনাইদহ	ক
৯০	কোটচাঁদপুর	ঝিনাইদহ	ক
৯১	তাড়াশ	সিরাজগঞ্জ	গ
৯২	মেহেন্দিগঞ্জ	বরিশাল	খ
৯৩	তালোড়া	বগুড়া	গ
৯৪	রামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুর	ক
৯৫	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	ক
৯৬	মহেশখালি	কক্সবাজার	খ
৯৭	ছেংগারচর	চাঁদপুর	ক
৯৮	নজিপুর	নওগাঁ	খ
৯৯	গাবতলী	বগুড়া	খ
১০০	গোপালদী	নারায়ণগঞ্জ	খ
১০১	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	খ
১০২	বিরল	দিনাজপুর	গ
১০৩	বাগাতিপাড়া	নাটোর	গ
১০৪	মুণ্ডুমালা	রাজশাহী	খ
১০৫	বাঞ্ছারামপুর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	গ
১০৬	বাসাইল	টাঙ্গাইল	গ
১০৭	বাজিতপুর	কিশোরগঞ্জ	খ
১০৮	বাঘাইছড়ি	রাঙ্গামাটি	গ
১০৯	ভোলা	ভোলা	ক
১১০	বিরামপুর	দিনাজপুর	ক
১১১	বোয়ালমারী	চট্টগ্রাম	খ
১১২	চরফ্যাশন	ভোলা	ক
১১৩	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	ক
১১৪	ধামইরহাট	নওগাঁ	খ
১১৫	দোহাজারী	চট্টগ্রাম	গ
১১৬	ডোমার	নীলফামারী	গ
১১৭	এলেঙ্গা	টাঙ্গাইল	গ
১১৮	ফটিকছড়ি	চট্টগ্রাম	খ
১১৯	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	ক
১২০	ঘোড়াশাল	নরসিংদী	ক
১২১	গোপালপুর	নাটোর	গ
১২২	গৌরীপুর	ময়মনসিংহ	ক
১২৩	গৌরনদী	বরিশাল	ক
১২৪	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	গ
১২৫	হাঁতিয়া	নোয়াখালী	গ
১২৬	হাজরাবাড়ী	জামালপুর	গ
১২৭	ঈশ্বরগঞ্জ	ময়মনসিংহ	ক
১২৮	হরিনাকুণ্ডু	ঝিনাইদহ	গ
১২৯	বকশীগঞ্জ	জামালপুর	গ
১৩০	জলঢাকা	নীলফামারী	খ
১৩১	জকিগঞ্জ	সিলেট	গ

ক্রমিক	পৌরসভার নাম	জেলা	শ্রেণী
১৩২	কটিয়াদী	কিশোরগঞ্জ	গ
১৩৩	কালাই	জয়পুরহাট	খ
১৩৪	জাজিরা	শরিয়তপুর	গ
১৩৫	কাজিপুর	সিরাজগঞ্জ	খ
১৩৬	কুমারখালী	কুষ্টিয়া	ক
১৩৭	কলাপাড়া	পটুয়াখালী	ক
১৩৮	জীবননগর	চুয়াডাঙ্গা	খ
১৩৯	কবিরহাট	নোয়াখালী	খ
১৪০	লালমোহন	ভোলা	ক
১৪১	মাটিরাঙ্গা	খাগড়াছড়ি	খ
১৪২	মেলান্দহ	জামালপুর	খ
১৪৩	মদন	নেত্রকোনা	গ
১৪৪	লোহাগড়া	নড়াইল	গ
১৪৫	নলছিটি	ঝালকাটি	খ
১৪৬	নাজিরহাট	চট্টগ্রাম	গ
১৪৭	নড়াইল	নড়াইল	ক
১৪৮	মিরকাদিম	মুন্সীগঞ্জ	ক
১৪৯	নোয়াখালী	নোয়াখালী	ক
১৫০	পাবনা	পাবনা	ক
১৫১	পাইকগাছা	খুলনা	ক
১৫২	রানীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও	গ
১৫৩	সারিয়াকান্দি	বগুড়া	গ
১৫৪	রাউজান	চট্টগ্রাম	খ
১৫৫	সোনাতলা	বগুড়া	খ
১৫৬	সেতাবগঞ্জ	দিনাজপুর	ক
১৫৭	ভেড়ামারা	কুষ্টিয়া	খ
১৫৮	ভেদরগঞ্জ	শরিয়তপুর	গ
১৫৯	ত্রিশাল	ময়মনসিংহ	ক
১৬০	চাঁদপুর	চাঁদপুর	ক
১৬১	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	খ
১৬২	গোপালপুর	টাঙ্গাইল	খ
১৬৩	নড়িয়া	শরিয়তপুর	গ
১৬৪	দুর্গাপুর	নেত্রকোনা	খ
১৬৫	নারায়ণপুর	চাঁদপুর	গ
১৬৬	ছাগলনাইয়া	ফেনী	খ
১৬৭	লামা	বান্দরবান	খ
১৬৮	রামগড়	খাগড়াছড়ি	খ
১৬৯	শেরপুর	বগুড়া	ক
১৭০	সান্তাহার	বগুড়া	ক
১৭১	ধুনট	বগুড়া	খ
১৭২	ভাঙ্গুড়া	পাবনা	ক
১৭৩	ফরিদপুর	পাবনা	ক
১৭৪	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ক
১৭৫	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট	খ

ক্রমিক নং	পৌরসভার নাম	জেলা	শ্রেণী
১৭৬	নলডাঙ্গা	নাটোর	গ
১৭৭	পীরগঞ্জ	রংপুর	গ
১৭৮	পলাশবাড়ী	গাইবান্ধা	গ
১৭৯	বোদা	পঞ্চগড়	খ
১৮০	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	ক
১৮১	কালিয়া	নড়াইল	খ
১৮২	আমতলী	বরগুনা	ক
১৮৩	দৌলতখান	ভোলা	খ
১৮৪	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	ক